## নাইজেরিয়ায় পেট্রল ট্যাংকার বিস্ফোরণ, ৭০ জনের মৃত্যু

সারে-জমিন

‘জীবন কৃতি’ সম্মান পেলেন খাজিম আহমেদ

চিনের প্রকল্প নিয়ে নতুন বছরে ভারত কেন উদ্বিগ্ন

সম্পাদকীয়

বিশ্ব শান্তি কামনায় শেষ হল সারা বাংলা তবলিগি ইজতেমা

সাধারণ

## প্রথম খো খো বিশ্বকাপে ভারতের জয়জয়কার

খেলতে খেলতে


# আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২০ জানুয়ারি, ২০২৫
৫ মাঘ ১৪৩১
১৮ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 20 ■ Daily APONZONE ■ 20 January 2025 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com


### প্রথম নজর

## ব্যক্তিগত জমিতে জুম্মার নামাজ পড়ায় গ্রেফতার ৪

**আপনজন ডেস্ক:** উত্তরপ্রদেশের বরেলি জেলার জাম সামন্ত গ্রামে একটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে উত্তর প্রদেশ প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে জুম্মার নামাজ পড়ার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বরেলি জেলা সভাপতির সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ড্রোন ভিডিওতে জুম্মার নামাজ পড়ার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। তদন্তের পর পুলিশ অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করে এবং বাহেরি থানায় আরিফ ও অন্যান্য স্থানীয় বাসিন্দা সহ সাতজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে।
ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ২২৩ ধারায় (সরকারি কর্মচারীর জারি করা আদেশ অমান্য) ধারায় এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলে পৌঁছে তারা দেখতে পায় কাদির আহমেদের মালিকানাধীন জমিতে চার দেওয়াল ও একটি টিনের শেড বিশিষ্ট অস্থায়ী মসজিদ জুম্মার নামাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

### আজ সবার নজর শিয়ালদহ আদালতের দিকে

# আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের আসামি সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন না ফাঁসি?

**আপনজন ডেস্ক:** শিয়ালদহের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস শনিবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ৩১ বছর বয়সী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করার পরে সকলেই সোমবার শাস্তির পরিমাণ ঘোষণার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সংঘটিত অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, সর্বনিম্ন শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
বিচারক প্রকাশ্য আদালতে সঞ্জয় রায়কে জানিয়েছেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ধারা ৬৪, ৬৬ এবং ১০৩(১) অনুযায়ী প্রমাণিত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড একটি বিকল্প। বিচারক বলেছেন, ‘আপনি যেভাবে শ্বাসরোধ করে নির্যাতিতাকে হত্যা করেছেন, তাতে এটা যাবজ্জীবন এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঞ্জয় রায় বলে আসছিলেন, তিনি নির্দোষ এবং তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ৯ অগাস্টের ঘটনা নিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি, কারণ আর কোনও তদন্ত হয়নি এবং এই ব্যক্তিকেই একমাত্র দোষী করা হয়েছে।
তিনি বলেন, বিরলের মধ্যে বিরলতমগুলোর মধ্যে মৃত্যুদণ্ড

দেওয়া হয়। এটি যে একজন মহিলার বিরুদ্ধে অপরাধের সবচেয়ে জঘন্য রূপগুলির মধ্যে একটি ছিল তা নিয়ে দ্বিতীয় কোনও চিন্তাভাবনা থাকতে পারে না। এটা করা হয়েছে পশুসুলভ ভঙ্গিতে। তরুণ চিকিৎসককে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং তার ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনার সঙ্গে মানানসই, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য। তদন্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিল্বদল ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে অভিযোগ ছিল, পুলিশ তদন্তে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। অনেক ফাঁকফোকর ছিল, যে কারণে কলকাতা হাইকোর্ট বিষয়টি সিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু প্রশ্ন হল, দোষী সাব্যস্ত হওয়া এই বিশেষ ব্যক্তিই কি এই কাজ করেছেন? এখন অনেক প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত থেকে যাবে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশে আইনি ব্যবস্থা নিম্ন আদালতের দেওয়া দণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ দেয়। এতে সময় লাগবে। হাইকোর্টের আর এক প্রবীণ আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, পারিপার্শ্বিক প্রমাণ বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ভিত্তিতে সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।
এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমি জানি না পরিস্থিতিগত প্রমাণের ওজন এবং মূল্য কী, তবে একই সময়ে, এটি প্রশংসা করতে হবে যে জনগণের প্রচণ্ড চাপ এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
২০১৩ সালের কামদুনির ঘটনার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, সমাজের চাপে সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বিচার চলাকালীন একজন মারা গিয়েছিলেন এবং ছয়জন বিচারের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তারা উচ্চ আদালতে আপিল করেছে, আমরা দেখেছি চারজন বেরিয়ে এসেছে এবং দু’জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়েছে। একজনও মৃত্যুদণ্ড পায়নি, কারণ সাক্ষী ও প্রমাণ দুর্বল ছিল। জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র বিকল্প। তবে আমার মনে হয়, বিচারে কিছু সংশয় আছে। নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ড তো হবেই, কিন্তু মামলা যখন হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে যাবে, জানি না এই মামলার পরিণতি কী হবে। কলকাতা হাইকোর্টের আরেক আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী বলেন, এই বিচার চলছে ক্যামেরায়। তিনি বলেন, ফাঁসির প্রশ্ন উঠবেই৷ তবে আমরা সবাই যে বিষয়টি নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন তা হ’ল সঞ্জয় ছাড়াও অপরাধের আরও অপরাধী রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা দরকার। আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে এই বিচারটি একটি নোংরা বা নিম্নমানের বিচার হয়নি। আমরা আশা করি, সঞ্জয়কে দেওয়া সাজা উচ্চতর আদালতে বাতিল হবে না। উল্লেখ্য, আরজি কর মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ১৬২ দিন পর এই রায় ঘোষণা করা হয়। সিবিআইয়ের আইনজীবী এই অপরাধকে বিচার চলাকালীন বিরলের মধ্যে বিরলতম বলে অভিহিত করেন।

# আদালত ফাঁসির সিদ্ধান্ত নিলে আপত্তি নেই: সঞ্জয় রায়ের মা

**আপনজন ডেস্ক:** আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়ের মা রবিবার বলেছেন, তার ছেলে যদি দোষী হয় তবে তার প্রাপ্য শাস্তি পাওয়া উচিত, এমনকি যদি এর জন্য ফাঁসি হয়।
তিনি বলেন, তিনি “একা কাঁদবেন” তবে তার শাস্তিকে নিয়তি হিসাবে মেনে নেবেন।
১৮ জানুয়ারি শিয়ালদহ আদালত সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করার পর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে প্রথমে অনীহা প্রকাশ করা সঞ্জয়ের মা মালতী রায় রবিবার সকালে সাংবাদিকদের বলেন, একজন মহিলা এবং তিন মেয়ের মা হয়ে, আমি আমার মেয়ের মতো মহিলা চিকিৎসকের মায়ের যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা অনুভব করতে পারি। শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটে নিজের ঝুপড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ৭০ বছরের বৃদ্ধা বলেন, আদালত যদি ওকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, আমার কোনও আপত্তি নেই, কারণ ওর অপরাধ আইনের চোখে প্রমাণিত হয়েছে, আমি একা একা কাঁদব, কিন্তু এটাকে নিয়তির পরিহাস বলে মেনে নেব। সেদিন শিয়ালদহ আদালতে হইচই ও গুঞ্জন থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে। আদালতের কোনও শুনানির সময় তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন কিনা বা লকআপে রায়ের সাথে দেখা করেছিলেন কিনা জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, না। আমি কেন করব? আমার ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও অভিযোগ অসত্য প্রমাণিত হলে আমি সেখানে

যাওয়ার চেষ্টা করতাম। সঞ্জয়ের তিন বোন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে একজন কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। শ্বশুরবাড়িতে বসবাসকারী সঞ্জয়ের এক বড় দিদি শনিবার বলেন, যদি সে দোষী প্রমাণিত হয়, তাহলে আইন তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার নিজস্ব পথে চলবে এবং পরিবারের কোনও আদালতে এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও পরিকল্পনা নেই। ওড়নায় মুখ আংশিক ঢাকা মধ্যবয়সী ওই মহিলা ভবানীপুর এলাকার একটি ঝুপড়িতে সাংবাদিকদের বলেন, শিয়ালদহ আদালতের যে ঘরে তাঁর ভাইকে হাজির করা হয়েছিল, সেখানে তিনি যাননি। যখন সাংবাদিকরা তাকে তার ভাইকে সত্যিই দোষী বলে মনে করেন কিনা, তা নিয়ে বলেন, দয়া করে আমাকে একা থাকতে দিন। আমরা ভেঙে পড়েছি। তিনি আরও বলেন, বড় হওয়ার সাথে সাথে সে মদ্যপানের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল কিন্তু তা ছাড়া আমি নিজে কখনও সঞ্জয়ের কোনও মহিলার সাথে খারাপ ব্যবহার করার কোনও মামলা শুনিনি। অবশ্য গত কয়েক বছর ধরে তার সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ না থাকায় এবং তিনি আলাদা এলাকায় থাকতেন, তাই তার কোনো মেলামেশা সম্পর্কে এবং তিনি কোনো ফৌজদারি অপরাধে জড়িত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে আমার কোনো সম্যক ধারণা নেই।
ওই মহিলা আরও বলেন, সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে যে ঘটনাস্থলে সঞ্জয় একা ছিলেন না। সুতরাং আমি আশা করব যে তদন্তগুলি অবশ্যই এই জাতীয় অপরাধে কেবল একজনের জড়িত থাকার সন্ধান করার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ হওয়া উচিত। অন্যরা যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে তাও তদন্ত করে আইনের আওতায় আনা উচিত। তিনি আরও বলেন, সঞ্জয় গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে আমরা কলঙ্কের মধ্যে ছিলাম এবং প্রতিবেশী থেকে আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত সবাই আমাদের দিকে আঙুল তুলে বলতেন যে আমরা সঞ্জয়ের আত্মীয়। আমি আশা করি আমরা এখন এই কলঙ্ক থেকে চিরতরে মুক্তি পাব।


বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

**প্রথম নজর**

## মাটি ফেলাকে কেন্দ্র করে বেধড়ক মারধর, জখম

**সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ঝড়খালি**

**আপনজন:** মাটি ফেলা কে কেন্দ্র করে বেধড়ক মারধোরের ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন ঝড়খালি কোষ্টাল থানার ঝড়খালি ৩ নম্বর গ্রামে।সমর চৌধুরী নামে আক্রান্ত ব্যক্তি গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।ঘটনার বিষয়ে ঝড়খালি কোষ্টাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ব্যক্তি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর ৩ নম্বর ঝড়খালি গ্রামে সমর চৌধুরীর সাথে তার ছোট ভাই অমর চৌধুরীর মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বচসা চলছিল। অভিযোগ সেই সময় অমর ও তার ছোট বোন সুরভি সরদার আচমকা বড়দা সমর কে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে।

## নির্মাণ কাজের একাংশ ভেঙে পড়ে গুরুতর আহত ৫ জন

**আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া**

**আপনজন:** আবারো ভয়াবহ দুর্ঘটনা নদীয়া রানাঘাটে। নির্মাণ কার্য চলার সময় হুর মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মাণ কার্যের একাংশ। ঘটনায় গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় হাসপাতালে। নদীয়ার রানাঘাটের আনুলিয়া দত্ত বাজারের ঘটনা। সূত্রের খবর এই বাজার সংলগ্নতেই একটি নির্মাণ কাজ চলছিল, আর সেখানে বাঁশ এবং ঢালাইয়ের তক্তা দিয়ে বাধা হচ্ছিল ভার। আচমাই হুর মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে গোটা অংশটি। নিচে বাজার নিয়ে বসেছিলেন বেশ কিছু ব্যবসায়ী, আর সেই অংশ ভেঙে পড়ে তাদের গায়ে। ঘটনাস্থলে আহত হন কমপক্ষে পাঁচজন। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় রানাঘাট আনোলিয়া হাসপাতালে, বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তারা প্রত্যেকে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রানাঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, এছাড়াও রানাঘাট পৌরসভার পৌর আধিকারিক সহ পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরাও ছুটে আসেন। যদিও সাথে সাথেই ক্রেন নিয়ে এসে শুরু হয় উদ্ধারকার্য, অন্যদিকে আহতরা কি পরিস্থিতিতে রয়েছে তার জন্য হাসপাতালে পৌঁছান প্রশাসনিক আধিকারিকরা। তবে এক প্রকার বলা যেতেই পারে বড়সড় দুর্ঘটনা হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে অনেকেই। স্বাভাবিকভাবেই এই দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্ট এলাকায়, পাশাপাশি আতঙ্ক তৈরি হয় স্থানীয়দের মধ্যে। তবে ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে উদ্ধার কার্য।

# রতুয়ায় প্রাক্তন প্রধানসহ ৫০০ কংগ্রেস কর্মীর তৃণমূলে যোগদান

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা**

**আপনজন:** ৫ শতাধিক কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলের যোগদান করলেন প্রাক্তন প্রধান তথা কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি।মালদহের রতুয়ার দুর্গাপুর স্ট্যান্ড এলাকায় আয়োজিত একটি যোগদান সভায় কংগ্রেস ছেড়ে তারা তৃণমূলের যোগদান করেন, বলে জানা গিয়েছে এদিন কার এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রতুয়া বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জি, ব্লক তৃণমূল সভাপতি অজয় সিনা ছাড়াও মালদা জেলা পরিষদের সদস্যার প্রতিনিধি লালটু চৌধুরী তৃণমূলের বিভিন্ন অঞ্চল কমিটির নেতৃত্ব ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন এলাকার অঞ্চল সভাপতি দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান তিনি প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে নেতৃত্বের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন। নেত্রীর আদর্শ এবং সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ অভিভূত করেছে বলেই কর্মীর সমর্থকদের সাথে নিয়ে কংগ্রেস দল ছেড়ে তৃণমূলের

যোগদান বলে দাবি সদ্য কংগ্রেস ছেড়ে আসা অঞ্চল সভাপতির। বিধায়ক সমর মুখার্জী জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাজে অভিভূত হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে তারা সকলে তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে ধরেছে। অন্যদিকে,কেন্দ্রের ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের সোনাকল হাই মাদ্রাসা মাঠে প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হলো রবিবার। সংবিধান মানছে না বিজেপি, এই ভাষাতেই কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাল উপস্থিত বক্তারা। এই জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সেখ শাহনাওয়াজ আলী বলেন, নয়া ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪-এর মাধ্যমে কেন্দ্র সরকার একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করছে। নয়া বিলে বলা রয়েছে, ওয়াকফ বোর্ডে দুইজন অমুসলিম মেম্বার রাখা বাধ্যতামূলক। কোন দিন কি শুনেছেন কোন মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডে মুসলিম মেম্বার রয়েছে? ওয়াকফ হলো আল্লাহর নিকট দানকৃত সম্পত্তি, এটা মুসলিমদের ধর্মীয় বিষয়।এখানে এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে! এছাড়াও নয়া বিলে বলা রয়েছে, অন্তত ৫ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করছেন তারাই সম্পত্তি ওয়াকফ করতে পারবেন। যেখানে পুরোনো আইনে যে কেউ সম্পত্তি ওয়াকফ করতে পারতেন।

## সাগর পাড়ায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত এক ব্যক্তি

**সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল**

**আপনজন:** মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অন্তর্গত সাগরপাড়া থানার পুলিশ ,গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একের পর এক অবৈধ কাজ রুখেই চলেছেন সাগর পাড়া থানার নতুন ওসি মোঃ খুরশেদ আলম।তিনি সাগর পাড়া থানার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এলাকার অবৈধ কাজ বন্ধ করতে শুরু করেছে,কখনও গাঁজা গাছ তো আবার কখনও অবৈধ মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন।আবারও কখনও আগ্নেয়াস্ত্র সহ ফেনসিডিল উদ্ধার করে চলেছেন।রবিবার ঠিক তেমনি এক অবৈধ কাজ রুখে দিলো,গোপন সূত্রে খবর পেরে সাগর পাড়া থানার পাঠা পাড়া ব্রিজ এলাকায় আলমগীর মোল্লা বয়স ৩৮ এর এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি করলে তার কাছ থেকে একটি দেশীয় পিস্তল ও তিন রাউন্ড গুলি সহ একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।ঘটনায় আটক হওয়া ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে রবিবার সকলে জেলা আদালতে তোলা হয় সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে।ঘটনার ইতি মধ্যে তদন্ত শুরু করেছ পুলিশ কি উদ্দেশ্য আগ্নেয়াস্ত্র নিজের কাছে মজুত রেখেছিল ওই ব্যক্তি।

**ছড়িয়ে-ছিটিয়ে**

## জয়নগরে ভিন্ন স্বাদের দুদিনের হট্টমেলা

**চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর**

**আপনজন:** শীত মানেই মেলা,বেড়ানো, পিকনিক ও দেদার খাওয়া দাওয়া করা।আর সেই সাধকে পূর্ণ করতে এবার এগিয়ে এলো জিয়েল এন্ড নোশান নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।জয়নগর মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলের মাঠে শনিবার ও রবিবার দুদিন ধরে হয়ে গেল তাদেরই উদ্যোগে নতুন ধরনের মেলা হট্টমেলার দেশে।এই মেলার বিশেষত্ব ছিল,বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের স্টল,পটচিত্র, পাশাপাশি ছিলো খাওয়া দাওয়ার স্টল,পিটেপুলি ও জয়নগরের মোয়ার স্টল।মোট ৪০ টি স্টল অংশ নিয়েছিলো এই মেলায়।এই স্টলে অংশ নিয়েছিলো সুদুর পুরুলিয়ার ছৌনাচের মুখোশ থেকে শুরু করে, মাটির পুতুল, ছবি আঁকা,ফকির বাউল,গহনা, ব্যাগ শাড়ি সহ একাধিক সামগ্রী।শনিবার এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানী তথা জয়নগরের মোয়া বিশেষজ্ঞ ড: দেবশ্রী দে,ড: অতসি নন্দ গোস্বামী সহ আরো অনেকে।

## জঙ্গিপুর সাহিত্য উৎসবে 'জীবন কৃতি' সম্মান পেলেন খাজিম আহমেদ

*জঙ্গিপুর সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধনে সাংসদ খলিলুর রহমান। (ডানদিকে) পুরস্কৃত হচ্ছেন খাজিম আহমেদ।*

**রহমতুল্লাহ ● জঙ্গিপুর**

**আপনজন:** জমজমাট আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হল ৫ম জঙ্গিপুর শিল্প সাহিত্য উৎসব সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল ২য় লিটল ম্যাগাজিন মেলা। রবিবার মুর্শিদাবাদের সুতি-২ ব্লক কমিউনিটি হলে জঙ্গিপুর সাহিত্য সমন্বয় ট্রাস্ট আয়োজিত এদিন ঘন্টা বাজিয়ে সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী প্রাপক রতন কাহার। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুনীল কুমারদের সভাপতিত্বে এবং অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এদিনের সাহিত্যের মহোৎসব। এদিন লিটল ম্যাগাজিন মেলায় ৩৬ টি স্টলে উত্তরের সিঁড়ি সবুজ বার্তা, ভাগীরথী তীরে, নবাব দর্পন, আমাদের সমাজ বার্তার মতো প্রায় ৭০ টি সাহিত্য পত্রিকার আসর বসেছিল। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কবিদের কবিতা পাঠ, সংগীত, খুদেদের নৃত্য সহ নূর স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় ১০ জনের হাতে। জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমানের পিতার স্মৃতিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সাহিত্য ক্ষেত্র সম্মান পান শ্যামল সরকার ও গোলামু রসুল, শিক্ষা ক্ষেত্র সম্মান পেয়েছে লস্করপুর হাই স্কুল ও সুজিত রায়, জীবনকৃতি সম্মান পেয়েছেন ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদ ও আবদুর রফিক খান, সমাজসেবায় পুরস্কৃত হন আবদুর রাজ্জাক ও বিপ্লব মণ্ডল, শিল্পকলা পুরস্কার পান পঞ্চানন চক্রবর্তী ও গোলাম মর্তুজা সেখ। পুরস্কারপ্রাপকদের হাতে বিশেষ মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। লস্করপুর হইস্কুলের পুরস্কার গ্রহণ করেন জুলফিকার আলী।

এছাড়াও ৫জনের হাতে বিশেষ অবদানের জন্য সুভদ্রা দেবীর স্মৃতি সমন্বয় পুরস্কার দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, বিধায়ক ইমানী বিশ্বাস, সুতি থানার ওসি বিজন রায়, বিডিও হুমায়ুন চৌধুরী প্রমুখ।

উৎসবের আহ্বায়ক গোলাম কাদের জানান রাজ্যের বিভিন্ন কর্নার থেকে উঠে আসা কবি-সাহিত্যিকদের মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য আমরা বিগত বা চার বছর থেকে জঙ্গিপুরের মাটিতে সাহিত্যের মহোৎসব করে আসছি, এবছর পঞ্চম সাহিত্য উৎসব সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছি, তার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই উৎসব কমিটি সহ সকলকেই।

## ভলেন্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্সের রাজ্য সম্মেলন সমাপ্ত হল

**আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর**

**আপনজন:** বোলপুর গীতাঞ্জলি অডিটরিয়ামে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনাস সোসাইটি তিনদিনের যে রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল আজ তার শুভক্ষণে শেষ হলো। এই সম্মেলনে আশা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রক্ত আন্দোলনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিন দিন বিভিন্ন ধরনের আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং তার সুফল উঠে এসেছে। আজকে সেই সম্মেলন শেষ হলো। শত ব্যস্ততার সাথে তিন দিন বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ রক্ত আন্দোলনে কর্মীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। সেইরকম আজকে শেষ দিনেও উপস্থিত ছিলেন গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে। এই রাজ্য সম্মেলনের আয়োজনে প্রত্যাশা তোমার আমার সবার ,শহীদ সাজু মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বীরভূম ভলেন্টিয়ারি ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশন।

## মুখ্যমন্ত্রীর সফরের জন্য প্রস্তুত মহানন্দা ভবন

**দেবাশীষ পাল ● মালদা**

**আপনজন:** মালদহে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তার আগে মুখ্যমন্ত্রী মালদা সফরকে ঘিরে সেজে উঠছে পুরাতন মালদার মহানন্দা ভবন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, আগামীকাল সোমবার মালদায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সোমবার বিকাল নাগাদ মালদায় এসে পৌঁছবেন বলে খবর। এরপর রাত্রিবাস করবেন পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি মহানন্দা ভবনে। রাত্রিবাসের পর মঙ্গলবার মালদা শহরে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি সভা। মালদা শহরের যুব আবাস সংলগ্ন ময়দানের সেই সভা থেকেই বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে এখন মালদায় প্রশাসনিক তৎপরতা রয়েছে' তুঙ্গে। পুরাতন মালদার মহানন্দাভবন সাজিয়ে তোলার কাজ জোরকদমে। মহানন্দা ভবনে নতুন করে লেগেছে নীল-সাদা রঙের প্রলেপ। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার কথা ভেবে মহানন্দা ভবনের রাস্তা সহ আশপাশে লাগানো হচ্ছে সিসিটিভি। সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে জোরদার প্রস্তুতি চলছে মালদায়। রবিবার সকাল থেকে সেই সমস্ত প্রস্তুতির কাজ খতিয়ে দেখেন পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। তবে শুধু প্রস্তুতির কাজ নয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর মালদায় আগমণের প্রাক্কালে পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি বুলবুলি মোড় থেকে সদরঘাটগামী রাস্তা সহ ফুটপাথ পয়-পরিষ্কার রাখার উপর বিশেষ জোর দেন। রাস্তার পাশের বিভিন্ন দোকানদারদের রাস্তা পরিষ্কার রাখার বার্তা দেন।

## খয়রাশোলে পথ নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা শিবির

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম**

**আপনজন:** বীরভূম জেলা নেহেরু যুব কেন্দ্রের সহায়তায় ও খয়রাশোল সবুজ সংঘের ব্যবস্থাপনায় সপ্তাহব্যাপী শুরু হয়েছে পথ নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য গত ১৭ ই জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে চলবে আগামী ২৩ শে জানুয়ারি পর্যন্ত।এদিন রবিবার বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার খয়রাশশোল সবুজ সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণে উক্ত বিষয়ে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা। পাশাপাশি স্থানীয় ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে ব্যানার সহযোগে একটি পদযাত্রা বের হয়।পথ নিরাপত্তা জনিত বিষয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়। আলোচনা সভা থেকে উঠে আসে যেভাবে দিনের পর দিন সচেতনতার অভাবে পথদুর্ঘটনা ঘটে চলেছে,তা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সকলকে সচেতন হতে হবে এবং ট্রাফিক আইন মেনে পথ চলাচল

করতে হবে।সেই সমস্ত রকম পথ দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে সাধারণ মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচার অভিযান চালানোর লক্ষ্যে বেশ কিছু যুবকদের হাতে জার্সি ও টুপি তুলে দিলেন। উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে যুবকরা পথ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাস্তায় নেমে প্রচার অভিযান চালায়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা। খয়রাসোল সবুজ সংঘের সম্পাদক ভজহরি রজক, শিক্ষক করুনাময় কর্মকার, ক্লাব সদস্য লোকনাথ রক্ষিত সহ অন্যান্য ব্যাক্তিবর্গ। বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা বলেন যুব সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে একটা বার্তা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া। সমাজের মানুষকে বাঁচাতে রোড সেফটি তথা পথ নিরাপত্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

# স্কুলে প্রাঙ্গণে গাছ কেটে প্রধান শিক্ষিকার শাসানি সাংবাদিককেই!

**জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া**

**আপনজন:** আপনি কি গাছটা লাগিয়েছিলেন , বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাছ কেটে দিয়ে সাংবাদিককেই চোখ রাঙানি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার, চুঁচুড়ায় ছায়াহীন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে কেটে ফেলা হলো বহু পুরনো একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ, চুঁচুড়ার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিষ চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের ভিতরে বহু বছরের পুরোনো একটি বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল, সেই গাছ শুধু ছায়া দিত তাই নয় এলাকার ঐতিহ্য ছিল ঐ গাছ, তার সাথে সাথে রাস্তার ধারে থাকা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির উপরে ছায়া দেওয়ার ও কাজ করতো , ওই এলাকার কাউন্সিলর মিতা চ্যাটার্জি জানান রবিবার সকালবেলা যখন আমি ওখানে যাই গিয়ে দেখি গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে।, এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে সেই গাছের বহু নোংরা ডালপালা পড়েছিল। সেগুলো আমি পরিষ্কার করিয়েছি তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ এই গাছ কাটার জন্য আমার কাছ থেকে কোন রকম অনুমতি নেইনি, এবং আমি এই স্কুলের গাছ কাটার বিষয়ে কোনো কিছু জানিনা, তিনি এও বলেন এই সামান্য গাছটি কার কি অসুবিধা করছিল জানিনা গাছটি যতোদিন ছিল ভালোই ছিল,

অন্যদিকে এলাকার ইতিহাসবিদ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি জানান ভূদেব মুখোপাধ্যায় কে নিয়ে শুধুমাত্র রাজনীতিই হয়, শাসক দলের লোকেরা ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে শুধুমাত্র মালা পরিয়ে সারা বছর ভুলে যান, এই গাছটি এখানে ছিল ভালোই ছিল , ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির মাথার উপরে একটি ছায়াও ছিল, অন্যদিকে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে সাংবাদিক ফোন করলে তিনি বলেন গাছটা কি আপনি লাগিয়ে লাগিয়েছিলেন, তাহলে আপনি জিজ্ঞেস করার কে, তিনি এও জানান গাছটি কাঁটা হয়নি গাছটি ছাটা হয়েছে, গাছটির কারণে নাকি ভিতরের বিল্ডিং এর অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল, তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি বনদপ্তর এর পারমিশন নিয়েছেন কিনা সেই কথাটি তিনি এড়িয়ে যান, একজন মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার এ হলো ব্যবহারে আলোড়ন পড়েছে নানান মহলে, অন্যদিকে বিজ্ঞান মঞ্চের তরফ থেকে জানানো হয় একজন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে অবশ্যই জানা দরকার গাছ কাটা আর গাছ ছাটা কাকে বলে, আমরা এ বিষয় নিয়ে অবশ্যই বনদপ্তরে অভিযোগ জানাবো, এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেব, সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করছেন একটাই, যেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান সেখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এত পুরনো গাছ কিভাবে কেটে দেয়া হল।

## ১৬ বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে

**আসিফা লস্কর ● মগরাহাট**

**আপনজন:** ১৬ সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালো কংগ্রেস। পঞ্চায়েত হাত ছাড়া হতে সময়ের অপেক্ষা এমনটাই দাবি বিধায়কের। রবিবার বিকালে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার উত্তর কুসুম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস, আই এস এফ, সি পি আই এম ও নির্দলের মোট ১৬ জন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস, সি পি আই এম, আই এস এফ এবং নির্দল সদস্যরা যৌথ ভাবে পঞ্চায়েত মগরাহাট ১ নং ব্লকের উত্তর কুসুম পঞ্চায়েতে প্রধান গঠন করে কংগ্রেস। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের উত্তর কুসুম পঞ্চায়েত ২৯ টা আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ১২ টা আসনে জয়লাভ করে, বাকী আসনে কংগ্রেস, সহ অন্যআন্য দল জয়লাভ করে কংগ্রেস সি পি এম সহ অন্য দলের সমর্থনে পঞ্চায়েত প্রধান গঠন করে। রবিবার বিকালে ১৬ জন পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেয়। মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা জানান, আজ মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ বাপি হালদারের হাত ধরে কংগ্রেসের ১০ সদস্য, আই এস এফ ৪ জন, সি পি আই এম ১ ও নির্দলের ১ জন মোট ১৬ জন সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেয়। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা উত্তর কুসুম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে আসা।

# 'আক্রান্ত সংবিধান, বিপন্ন প্রজাতন্ত্র' বিষয়ক আলোচনা সভা বাঁকুড়ায়

**সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া**

**আপনজন:** "আক্রান্ত সংবিধান, বিপন্ন প্রজাতন্ত্র"- শীর্ষক বিষয়ের উপর রবিবার বাঁকুড়ার বঙ্গ বিদ্যালয়ে বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সভা থেকে মূলতঃ বামপন্থী শক্তিগুলির ঐক্যের সুর উঠে আসে। আলোচনা সভায় সিপিআই (এম এল) লিবারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার বলেন,বিজেপি দেশের সংবিধানকে বাতিল করে মনুস্মৃতিকে নিয়ে আসতে চাইছে। যার মাধ্যমে জাতপাতের নিপীড়ন বা মহিলাদের গৃহকোনে আবদ্ধ রাখার মতো নানাবিধ প্রথাকে প্রতিষ্ঠা করা হবে। ওরা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করতে চাইছে। হিন্দুত্ব বিজেপির এক রাজনৈতিক প্রকল্প, যার সাথে হিন্দু ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। বিগত ১০ বছরে বিজেপি একের পর এক আইন সংশোধন করে মানুষের উপর জনবিরোধী

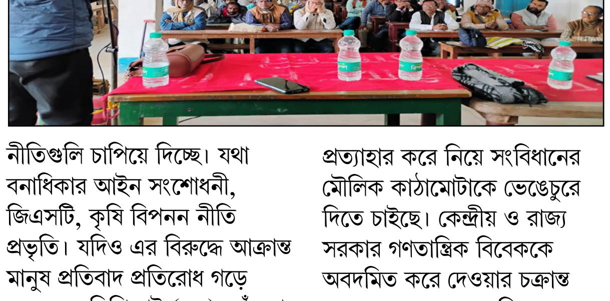

নীতিগুলি চাপিয়ে দিচ্ছে। যথা বনাধিকার আইন সংশোধনী, জিএসটি, কৃষি বিপনন নীতি প্রভৃতি। যদিও এর বিরুদ্ধে আক্রান্ত মানুষ প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। সিপিআই (এম) বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক অজিত পতি বলেন, গতকাল আর জি কর কান্ডে আদালতের রায় অপরাধকে লঘু করে দেখিয়ে দিলো কিভাবে আজ বিভিন্ন প্রশ্নে সংবিধান আক্রান্ত হয়ে চলেছে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার দেশের সংবিধানে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র এই দুটো কথাকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোটাকে ভেঙেচুরে দিতে চাইছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক বিবেককে অবদমিত করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এর বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাতে বামপন্থীরা এগিয়ে যাবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিপিআই নেতা ভাস্কর সিনহা,বামপন্থী নেতা অধ্যাপক প্রতীপ মুখার্জি, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের রাজ্য কমিটি সদস্য জয়তু দেশমুখ ও বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক বাবলু ব্যানার্জী প্রমুখ।

প্রথম নজর

## মসজিদে নববীতে এক সপ্তাহে ৫৪ লাখ মুসল্লির নামাজ আদায়

**আপনজন ডেস্ক:** গত এক সপ্তাহে মদিনার পবিত্র মসজিদে নববীতে ৫৪ লাখ মুসল্লি নামাজ আদায় করেছেন। এছাড়া একই সময়ের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর রওজা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৭৬৫ মুসলিম। ইসলামের পবিত্র মসজিদটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) সাপ্তাহিক আপডেটে এ তথ্য জানিয়েছে।
এই একই সময়ের মধ্যে মুসল্লিদের মধ্যে ১ হাজার ৪৮০ টন জমজমের পানি ও ১ লাখ ৩৬ হাজার ২৮৩ প্যাকেট ইফতারও বিতরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মসজিদ কর্তৃপক্ষ।
ভিড়-ব্যবস্থাপনা প্রটোকল মেনে এসব মুসল্লিরা মদিনায় নবীজির রওজাতে আসেন। সেখানে নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা সময় নির্ধারণ করা আছে।
সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যারা রওজা শরীফে আসতে চান তাদের অবশ্যই আগে থেকে নিবন্ধন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আসতে হবে। এতে করে তারা সুন্দরভাবে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর রওজা পরিদর্শন করতে পারবেন।
গালফ নিউজ জানিয়েছে, ২০২৩ সালে মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করেন ২৮ কোটি মানুষ। যারা সৌদি ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গিয়েছিলেন।

## মার্কিন কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছেন সেই আফিয়া সিদ্দিকী!

**আপনজন ডেস্ক:** আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মার্কিন কারাগার থেকে মুক্তি পেতে পারেন পাকিস্তানি স্নায়ুবিজ্ঞানী ড. আফিয়া সিদ্দিকী। তার মুক্তির তদবিরে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া প্রতিনিধি দলের সদস্য ড. ইকবাল জাইদি এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। ব্রিটিশ গণমাধ্যম স্কাই নিউজ জানিয়েছে, উগ্রবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে। তবে সম্প্রতি এক অনুসন্ধানে তার নির্দোষ হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। সেজন্য আশা করা যাচ্ছে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তার মুক্তি মিলতে পারে। ৫২ বছর বয়সী ড. আফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল আল কায়েদার নেতৃত্বের সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে। সেজন্য তাকে লেডি আল কায়েদা নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছিল। তবে নতুন অনুসন্ধান ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এখন বাস্তবতা ভিন্ন দিকে মোড় নেবে। তিনি তার আইনজীবীর মাধ্যমে স্কাই নিউজকে বলেছেন, 'আমি আশাবাদী যে ইতিহাস আমাকে ভুলবে না। আর একদিন অবশ্যই আমার মুক্তি মিলবে।'
তিনি আরো বলেন, 'আমি নির্দোষ। তবুও প্রতিনিয়ত অন্যায়ের শিকার হচ্ছি। আমাকে নিত্যনতুন নির্যাতন করা হচ্ছে। এটি সহজ ব্যাপার নয়। তবে আমি আল্লাহর রহমতের কাছে আশাবাদী, একদিন অবশ্যই এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব।'
পাকিস্তানি এই স্নায়ু বিজ্ঞানির আইনজীবী ক্লাইভ স্ট্যাফোর্ড স্মিথ তার পরিবারকে বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এরই ভিত্তিতে ৭৬ হাজার ৫০০ শব্দের একটি ডসিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে জমা দেয়া হয়েছে। স্কাই নিউজ ওই ডসিয়ারটি দেখেছে।
তবে সিদ্দীকীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি।
আগামীকাল সোমবার শপথ নেবেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগ পর্যন্ত আবেদনটি বিবেচনা করতে পারবেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এখন পর্যন্ত তিনি ৩৯ জনকে ক্ষমার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ৩ হাজার ৯৮৯ জনের সাজা কমিয়েছেন।

# নাইজেরিয়ায় পেট্রল ট্যাংকার বিস্ফোরণ, ৭০ জনের মৃত্যু

**আপনজন ডেস্ক:** নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে একটি পেট্রল ট্যাংকার ট্রাক উল্টে বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে কমপক্ষে ৭০ জন নিহত হয়। আহত হয়েছেন অনেকে। গতকাল শনিবার (১৮ জানুয়ারি) দেশটির রাজধানী আবুজা থেকে উত্তরাঞ্চলীয় শহর কাদুনার মধ্যে সংযোগকারী সড়কের ডিক্কো এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
দ্য ফেডারেল রোড সেফটি কর্পস (এফআরএসসি) এ তথ্য জানিয়েছে।
এফআরএসসি প্রধান কুমার সুকওয়াম বলেন, শনিবার সকাল ১০টার দিকে ডিক্কো এলাকায় ওই ট্যাংকার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সেটিতে ৬০ হাজার লিটার পেট্রল ছিল। এখন পর্যন্ত বিস্ফোরণে ৭০ জন নিহত হয়েছেন।
দুর্ঘটনার পর ট্যাংকারটি থেকে লোকজন জ্বালানি সংগ্রহের সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। কুমার সুকওয়াম বলেন, নিহত বেশির ভাগ মানুষের শরীর এমনভাবে পুড়ে গেছে যে চেনার উপায় নেই।
বর্তমানে ঘটনাস্থল পরিষ্কারের কাজ করছেন তারা।
নাইজেরিয়ায় মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকট চলছে।
এর মধ্যে গত ১৮ মাসে দেশটিতে জ্বালানি তেলের দাম পাঁচ গুণ বেড়েছে। এ মূল্যবৃদ্ধির কারণেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকে দুর্ঘটনাকবলিত ওই ট্যাংকার থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন।
ট্যাংকার বিস্ফোরণে নিহত হওয়ার ঘটনার পর এক বিবৃতি দিয়ে নাইজারের গভর্নর উমারু বাগো বলেছেন, ওই বিস্ফোরণ ছিল 'উদ্বেগজনক, হৃদয়বিদারক ও দুর্ভাগ্যজনক'। তিনি আরো বলেন, নিহতের পাশাপাশি আরো অনেকের শরীর বিভিন্ন মাত্রায় পুড়ে গেছে।
নাইজেরিয়া উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে বেশি জনবহুল দেশ।
এর আগে গত অক্টোবরে দেশটির জিগাওয়া রাজ্যে একই ধরনের একটি ঘটনায় ১৭০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

## যুদ্ধবিরতির পর বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে হাজারো ফিলিস্তিনি

**আপনজন ডেস্ক:** কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব হলেও টানা ১৫ মাসের যুদ্ধের পর গাজায় নতুন একটি যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে রোববার সকালে। স্থানীয় সময় সকাল সোয়া ১১টায় এই যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। হামাস প্রথম দফায় তিন নারী 'জিম্মি'র তালিকা প্রকাশের পরই এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।
এর আগে 'জিম্মি'দের তালিকা না পাওয়ায় যুদ্ধবিরতি পিছিয়ে দেয় ইসরাইল। হামাসের নাম প্রকাশের বিলম্বের মধ্যেই স্থানীয় সময় সকালে গাজায় বিমান হামলা চালায় ইসরাইল। এতে অন্তত ১৯ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
পরে হামাস এক টেলিগ্রাম পোস্টে ইসরাইলের তিনজন নারী পণবন্দীর নাম প্রকাশ করেছে। যাদের যুদ্ধবিরতির চুক্তির আওতায় প্রথম ধাপে মুক্তি দেয়া হবে। ওই তিনজন পণবন্দীর তালিকা প্রকাশের পরই সোয়া ১১টায় যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। স্থানীয় সময় দুপুরের পর ওই নারী পণবন্দীদের ফেরত আনতে রেডক্রসের একটি দল গাজার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। তাদের মাধ্যমেই ওই তিন ইসরেইলি পণবন্দীকে হস্তান্তর করা হবে বলে ইসরাইলি মিডিয়া ও রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে। তবে, ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ বলেছে ওই পণবন্দীরা কেবল দেশে ফিরলেই এ নিয়ে মন্তব্য করবে তারা।
ইসরাইলের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরই এর বিরোধিতা করে পদত্যাগ করেন দেশটির কট্টর ডানপন্থী নেতা ও জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গাভির। যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পর গাজার হাজার হাজার গৃহহীন বাসিন্দা বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছে বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে।
যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার মাত্র ১৫ মিনিট পর রোববার গাজায় মানবিক সাহায্যবাহী ট্রাকগুলো ঢুকতে শুরু করে বলে এক্স -এর পোস্টে জানিয়েছেন জাতিসঙ্ঘের সহায়তা বিষয়ক কর্মকর্তা জোনাথন হুইটাল। বন্দীদের তালিকার অপেক্ষায় হামাস হামাসের হাতে গাজায় বন্দী তিন ইসরাইলি রোমি গোনেন, এমিলি দামারি ও ডরন স্টেইনব্রেচারের তালিকা প্রকাশের পরই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।
টেলিগ্রামে এক পোস্টে হামাস এই নাম প্রকাশ করে।
তাদের তিনজনই হামাসের হাতে ২০২৩ সালের সাতই অক্টোবর অপহৃত হয়েছিলেন।
চুক্তি অনুযায়ী হামাস তিনজন বন্দীর নাম প্রকাশ করলেও তার বিপরীতে ইসরাইল ফিলিস্তিনি বন্দীর তালিকা প্রকাশ করেনি।
রোববার হামাসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি ইসরাইলি বন্দী মুক্তির বিনিময়ে ৩০ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে। সেই হিসাবে আজ ৯০ জন মুক্তি পাওয়ার কথা।
ইসরাইলে ফিলিস্তিনি বন্দীদের মধ্যে নারী ও শিশুরাও রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ফিলিস্তিনি বন্দীদের আজ মুক্তি দেয়ার কথা কথা ছিল।
গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে তারা বন্দী বিনিময়ের জন্য রেড ক্রসের সাথে কাজ করবে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ শহর খান ইউনুসের গাজা ইউরোপীয় হাসপাতালে পাঠানো হবে।
বন্দী বিনিময় নিয়ে যা জানা যাচ্ছে যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতাকারী অন্যতম দেশ মিশর শনিবার জানিয়েছিল, যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় প্রথম ছয় সপ্তাহে মোট ১ হাজার ৮৯০ জন ফিলিস্তিনি মুক্তি পাবে।
চুক্তির আওতায় ইসলাইলি বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত ৭৩৪ জন বন্দী ও আটক ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করে।
যাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে বলেও জানিয়েছে ইসরাইল।
তবে ওই ৭৩৪ জন কী ওই ১৮৯০ জনের তালিকার মধ্যে রয়েছে কি না সেটি এখনো নিশ্চিত না।
তবে ধারণা করা হচ্ছে যে ওই ১৮৯০ জনের মধ্যে থেকেই ৭৩৪ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে ইসরাইল। এই ৭৩৪ জনের বাইরে ইসরাইল বাকি ১ হাজার ১৫৬ জন বন্দীর বিষয়ে এখনো কিছু জানায়নি। যুদ্ধবিরতি চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল বন্দী বিনিময়।
তবে প্রতি দফায় কতজন পণবন্দী কোন দেশ মুক্তি দিবে সেটি এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
তবে হামাস দাবি করছে যে যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী প্রতি একজন ইসরাইলি বন্দীর মুক্তির জন্য ৩০ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে। যুদ্ধবিরতি শুরুর পর বন্দীদের পরিবার ও স্বজনেরা বিভিন্ন কারাগারের সামনে জড়ো হতে শুরু করেছে।

# ট্রাম্পের অভিষেকের প্রতিবাদে ওয়াশিংটনে বিক্ষোভ

**আপনজন ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেকের প্রতিবাদে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে হাজারো মানুষ বিক্ষোভ করেছেন। স্থানীয় সময় শনিবার এ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী।
ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়, রিপাবলিকান পার্টির এই নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় মেয়াদে সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুন্ন হতে পারে বলে প্রতিবাদকারী নারীদের আশঙ্কা।
বিক্ষোভকারীদের অনেকে গোলাপি টুপি পরেছেন। ২০১৭ সালে প্রথম মেয়াদে ট্রাম্পের ক্ষমতাগ্রহণের সময় এই রঙের টুপি পরে বিপুলসংখ্যক মানুষ বিক্ষোভ করেছিলেন।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ট্রাম্পের অভিষেকের বিরুদ্ধে এবারের প্রতিবাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'পিপলস মার্চ'। ২০১৭ সালে ট্রাম্পের অভিষেকের যে প্রতিবাদ হয়েছিল, সেটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'উইমেন মার্চ'। তখন থেকে প্রতি বছর বিভিন্ন অধিকার গোষ্ঠীর উদ্যোগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে এবার ২০১৭ সালের তুলনায় প্রতিবাদকারীর সংখ্যা কম।

## কলম্বিয়ায় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৬০

**আপনজন ডেস্ক:** কলম্বিয়ায় মাদক পাচারকারী অঞ্চলে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির সহিংসায় মৃত্যুর সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। দেশটির মানবাধিকার অফিসার জানিয়েছে, এই সহিংসতা আন্দোলনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬০-এ পৌঁছেছে। এই হিংসার শিকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ, সামরিক বাহিনী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কর্মকর্তারা।
শনিবার দেশটির মানবাধিকার কমিশন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছে, বামপন্থী ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ইএলএন) এবং কলম্বিয়ার নিষ্ক্রিয় বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী (এফএআরসি) -মধ্যে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে ব্যাপক সংঘর্ষের কারণে প্রায় ৬০ জন নিহত হয়েছেন এবং ৩২ জনকে অপহরণ করা হয়েছে।
শত শত বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়েছে। গত সপ্তাহেই প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো বামপন্থী ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মিকে এই হামলার হন্যে অভিযুক্ত করেছেন। এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা স্থগিত করেছেন।
অন্যদিকে শনিবার বামপন্থী ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি এই হামলায় ঘটনায় কলম্বিয়ার নিষ্ক্রিয় বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীকে অভিযুক্ত করেছেন। জানিয়েছে, তারাই বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করেছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত বামপন্থী ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির করা অভিযোগের কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি এফএআরসি। উল্লেখ্য, ভেনেজুয়েলার নিকটবর্তী হওয়ার কারণে কাতাতুম্বো অঞ্চলটি মাদক পাচারের জন্যে কুখ্যাত। যেখান থেকে অবৈধ সশস্ত্র গোষ্ঠী কোকেন রপ্তানি করে। ২০২২ সাল থেকে পেট্রোর সরকার কলম্বিয়ার অভ্যন্তরীণ সংঘাতের অবসান ঘটাতে বামপন্থী গেরিলা এবং প্রাক্তন ডানপন্থী আধাসামরিক বাহিনীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অপরাধী গ্যাংদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তার কোনও সুরাহা হয়নি। এই দেশটিতে ছয় দশকের রাজনৈতিক সংঘাতে কমপক্ষে ৪৫০,০০০ মানুষ মারা গিয়েছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

## রাখাইনে জান্তার বিমান হামলা, সেনা পরিবারের ২৮ সদস্য নিহত: এএ

**আপনজন ডেস্ক:** মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে সামরিক জান্তার বিমান হামলায় ২৮ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে শিশুরাও রয়েছে। একটি জাতিগত সংখ্যালঘু সশস্ত্র গোষ্ঠী রবিবার এই তথ্য জানিয়েছে।
আরাকান আর্মি (এএ) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে রাখাইনের ম্রাউক-উ টাউনশিপে একটি অস্থায়ী আটককেন্দ্রে এই হামলা চালানো হয়।
এই কেন্দ্রে জান্তা সেনাদের পরিবারের সদস্যদের আটক রাখা হয়েছিল।
আরাকান আর্মি তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে বলেছে, 'যারা নিহত ও আহত হয়েছে, তারা মায়ানমারের সেনাবাহিনীর সদস্যদের পরিবার। সংঘর্ষ চলাকালে আমরা তাদের আটক করেছিলাম। আমরা তাদের মুক্তি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখনই এই বিমান হামলা চালানো হলো।'
গোষ্ঠীটি আরো জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ৯টি শিশু রয়েছে, যাদের মধ্যে একটি ছেলের বয়স দুই বছর। নিহতদের বাকি সবাই নারী।
টেলিগ্রাম চ্যানেলে পোস্ট করা হামলাস্থলের ছবিতে দেখা যায়, মৃতদেহগুলো সাদা চাদরে ঢাকা অবস্থায় ঘাসের ওপর সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে। নিহতদের স্বজনদের শোকার্ত অবস্থায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।
এএফপি জান্তা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মায়ানমার সামরিক জান্তা বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু ফ্রন্টে বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করছে। জান্তা সরকার নিয়মিত বেসামরিক এলাকায় বিমান ও আর্টিলারি হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ম্রাউক-উ টাউনশিপে এই হামলা পরিকল্পি ছিল, নাকি জান্তা জানত না যে ওই এলাকা আটককেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।
আরাকান আর্মি (এএ) ও মায়ানমার সামরিক বাহিনীর মধ্যে রাখাইন রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তীব্র লড়াই চলছে।
গত এক বছরে এএ রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করেছে এবং প্রায় পুরোপুরি সিটুয়ে শহরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। রাখাইনের এই সংঘাত মায়ানমারের রক্তক্ষয়ী বিশৃঙ্খলার একটি অংশ, যা ২০২১ সালে অং সান সু চির বেসামরিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শুরু হয়। এ অভ্যুত্থান একটি ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছে।

### সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২১মি.

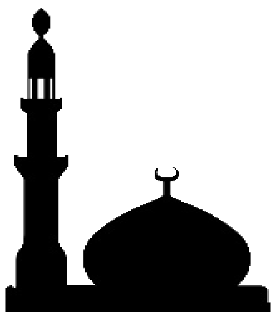

### নামাজের সময় সূচি

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৪.৫৫ | ৬.১৮ |
| যোহর | ১১.৫৩ | |
| আসর | ১০ | |
| মাগরিব | ৫.২১ | |
| এশা | ৬.৩৪ | |
| তাহাজ্জুদ | ১১.০৮ | |

## যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধ হলো টিকটক

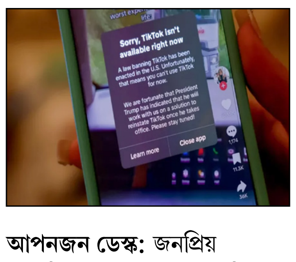


**আপনজন ডেস্ক:** জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটক অ্যাপের কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধ হয়েছে। দেশটিতে এখন অ্যাপল ও গুগল আপ স্টোরেও অ্যাপটি পাওয়া যাচ্ছে না। রোববার (১৯ জানুয়ারি) বিবিসির অনলাইন প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের কয়েক ঘণ্টা আগে অ্যাপটি কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। মার্কিন ইউজাররা আর টিকটকে ঢুকতে পারছেন না। তারা অ্যাপটিতে ঢুকতে চেষ্টা চালালে দেখানো হচ্ছে যে, টিকটকে একটি নিষেধাজ্ঞা চালু হয়েছে।

## ইয়েমেনে হামলা হলে পরিণতি ভোগ করতে হবে: হুথিদের হুঁশিয়ারি

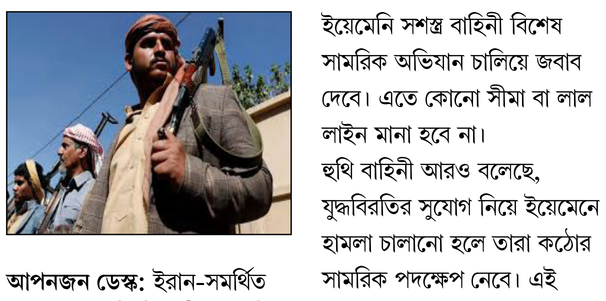

**আপনজন ডেস্ক:** ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগর অঞ্চলে অবস্থানরত 'শত্রু বাহিনী'কে সতর্ক করেছে। তারা জানিয়েছে, গাজার আসন্ন যুদ্ধবিরতির সময় ইয়েমেনে কোনো ধরনের হামলা হলে এর 'গুরুতর পরিণতি' হবে।
এক বিবৃতিতে হুথি বাহিনী জানিয়েছে, গাজার যুদ্ধবিরতির সময় যদি ইয়েমেনে কোনো ধরনের আগ্রাসন চালানো হয়, তবে ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ সামরিক অভিযান চালিয়ে জবাব দেবে। এতে কোনো সীমা বা লাল লাইন মানা হবে না।
হুথি বাহিনী আরও বলেছে, যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে ইয়েমেনে হামলা চালানো হলে তারা কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নেবে। এই অভিযানে আক্রমণকারী বাহিনীকে টার্গেট করা হবে এবং প্রতিক্রিয়া হবে সীমাহীন।
গাজার যুদ্ধবিরতির সময় ইয়েমেন এবং লোহিত সাগর অঞ্চলে এমন হুমকি মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলতে পারে। হুথিদের এই হুঁশিয়ারি আন্তর্জাতিক মহলের নজর কেড়েছে।

## বন্দি বিনিময় সফল হবে, আশাবাদ কাতারের

**আপনজন ডেস্ক:** গাজায় যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে আটককৃত ও বন্দী বিনিময় সফলতার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে কাতার। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হতে কিছু লজিস্টিক জটিলতার কারণে সময় লেগেছে। আল-আনসারি আল জাজিরাকে বলেন, ২০২৩ সালের নভেম্বরেও একই ধরনের বিনিময় প্রক্রিয়ায় এই ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখা গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে বন্দী ও আটককৃতদের তালিকা বিনিময়ে প্রায়ই দেরি হয়, তবে এ নিয়ে আমরা অভিজ্ঞ। বর্তমানে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে এবং গাজায় সহায়তাও পৌঁছানো শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান, গাজার জটিল পরিস্থিতি এবং যোগাযোগব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে সময় বেশি লাগছে। তবে আশা করা হচ্ছে, আজকের বন্দী বিনিময় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।
মধ্যস্থতাকারীদের কার্যক্রম মিশরে পরিচালিত হচ্ছে। আল-আনসারি জানান, মধ্যস্থতাকারীরা বিনিময় কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বক্তব্য প্রসঙ্গে, যেখানে তিনি বলেছিলেন যুদ্ধবিরতি পুরোপুরি কার্যকর না হলে যুদ্ধ পুনরায় শুরু হতে পারে, আল-আনসারি বলেন, আমাদের লক্ষ্য চুক্তি বাস্তবায়ন। বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে মনোযোগ দিলে এ চুক্তি কখনো বাস্তবায়িত হতো না।

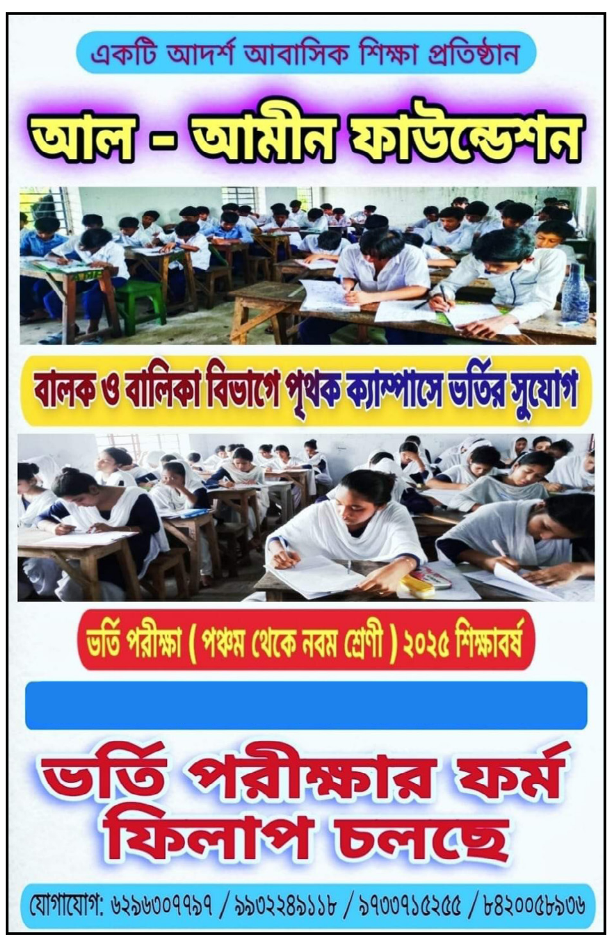

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ৫ মাঘ ১৪৩১, ১৮ রজব ১৪৪৬ হিজরি

## নূতন আপদ

করোনা মহামারির কথা আমরা যখন ভুলিতে বসিয়াছি, তখন সারা পৃথিবীতে আবার করোনার সংক্রমণ বাড়িতেছে বলিয়া কিছুদিন আগেও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া জার্মানি, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, ফিলিপাইন, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে বলিয়া জানা যায়। যদিও তাহা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে এবং আবার ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা তেমন একটা নাই। করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কার এবং ইহার আরো উন্নত সংস্করণের সহজলভ্যতা এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু করোনার উত্পত্তিস্থল চীনে নূতন করিয়া যে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে আমাদের কপালে ভাঁজ বাড়িতেছে বইকি। শুধু তাহাই নহে, গতকাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু (ডব্লিউএইচও) স্বয়ং এই ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। করোনার বেলায়ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সতর্কতামূলক প্রতিবেদন ছাপানো হইয়াছিল শুরুর দিকেই। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল, এমনকি কোনো কোনো উন্নত দেশও এই বিষয়টি আমলে না নেওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়া যায়। এইবারও কি আমরা অবহেলা ও অসতর্কতার পরিচয় দিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিব?

চীনের নূতন ভাইরাসের এই সংক্রমণকে অজানা নিউমোনিয়া হিসাবে দেখানো হইতেছে। এমনিতেই করোনা মহামারির ধাক্কা আমরা এখনো কাটিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার অভিঘাতে বিশ্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে মারাত্মকভাবে। এখন আবার এই নূতন আপদ ও বিপদে উদ্বেগ ও উত্কণ্ঠা দেখা দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, অজানা ও রহস্যজনক এই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইতেছে বেইজিং ও লিয়াওনিংয়ের শত শত শিশু। হাসপাতালগুলিতে তিল ধারণের ঠাঁই নাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতে চীনা নাগরিকদের শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার ঝুঁকি কমাইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছে। অনেক তথ্য না পাওয়ার কারণে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যাইতেছে না। তবে পরিস্থিতি যাহাই হউক, বাংলাদেশকে আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দরগুলিতে এখন হইতেই নজরদারি বৃদ্ধি করিবার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হইবে। কথায় বলে, সাবধানের মাইর নাই। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির ইহাই সবচাইতে জরুরি কর্তব্য। গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের প্রতিনিধিরা সেই দেশটিতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেন। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা এক্স-এ পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, আগের তিন বত্সরের একই সময়ের তুলনায় চীনের উত্তরাঞ্চলে অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা বাড়িয়া গিয়াছে আশঙ্কাজনকভাবে। এখানকার শিশুদের মধ্যে ইহার আগে নির্ণয় করা হয় নাই, এমন নিউমোনিয়ার ক্লাস্টার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। চীনা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হইল, শ্বাসকষ্টের অসুস্থতার স্পাইকটি কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ তুলিয়া নেওয়া এবং পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বাড়িতে পারে। এমন মুহূর্তে প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং চিকিত্সাবিজ্ঞানীদের নেটওয়ার্ক বাড়ানো উচিত, যাহাতে দ্রুত এই ভাইরাসটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, সারস-কোভ-২, আরএসভি ও মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়াসহ পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও তাহা মোকাবিলায় বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির কারণে আবার মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের তাগিদ আমরা অনুভব করিতেছি। চীনের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেই ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে নজর দিতে হইবে। যাহারা অসুস্থ তাহাদের হইতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক। ইহা ছাড়া আবার নিয়মিত হস্ত ধৌত করিবার অভ্যাস আমাদের রপ্ত করিতে হইবে। চীনের নূতন ভাইরাস সম্পর্কে রহস্য উদ্ঘাটন ও সেই অনুযায়ী নূতন টিকার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকিতে হইবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এখনই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হইবে।

• • • • • • • • • • • •

# চিনের প্রকল্প নিয়ে নতুন বছরে ভারত কেন উদ্বিগ্ন

দুই বাংলাতেই যাকে অনেক সময়ই ‘মহাচীন’ বলে সম্বোধন করা হয়, তাকে নিয়ে ভারতের দুশ্চিন্তার যেন শেষ নেই। সম্পর্ক এই ভালো হয় তো পরক্ষণেই নতুন উদ্বেগের জন্ম হয়; নতুন বছরে যেমন হচ্ছে। অরুণাচলের মন্ত্রীদের সাম্প্রতিক বিবৃতি ও ভারত সরকারের বক্তব্যে এই উদ্বেগ ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও চীনের সম্পর্ক বেশ ‘বন্ধুত্বপূর্ণ’। এরই মধ্যে চীনের একটি প্রকল্প নিয়ে ভারত কেন উদ্বিগ্ন, তা নিয়ে লিখেছেন শুভজিৎ বাগচী...

দুই বাংলাতেই যাকে অনেক সময়ই ‘মহাচীন’ বলে সম্বোধন করা হয়, তাকে নিয়ে ভারতের দুশ্চিন্তার যেন শেষ নেই। সম্পর্ক এই ভালো হয় তো পরক্ষণেই নতুন উদ্বেগের জন্ম হয়; নতুন বছরে যেমন হচ্ছে। অরুণাচলের মন্ত্রীদের সাম্প্রতিক বিবৃতি ও ভারত সরকারের বক্তব্যে এই উদ্বেগ ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে।

অরুণাচল প্রদেশের উত্তরে রয়েছে আপার সিয়াং জেলা। এই জেলার ঠিক ওপরে স্বশাসিত তিব্বতের দক্ষিণে রয়েছে মেডগ কাউন্টি। এই কাউন্টিতে খরস্রোতা ইয়ারলুং সাংপো নদীর ওপরে চীন বানাতে চলেছে ১৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎচালিত বাঁধ। মনে করা হচ্ছে, এটি শুধু বিশ্বের বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পই নয়, সবচেয়ে বড় অবকাঠামো। ডিসেম্বরের ২৫ তারিখে প্রকল্প নির্মাণের ঘোষণা করে চীন জানিয়েছে, ভাটির (লোয়ার রাইপেরিয়ান) দেশের সঙ্গে পানিপ্রবাহ নিয়ে বেইজিং কথা বলবে।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিংয়ের কথায়, ‘যোগাযোগের যে বিদ্যমান ব্যবস্থা আছে, তার মাধ্যমে চীন ভাটির দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে এবং নদীর তীরে জনগণের সুবিধার জন্য দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ত্রাণসহায়তা বাড়াবে।’ এই ভাটির দেশ বলতে প্রধানত ভারত ও বাংলাদেশকে বোঝায়। নাম না করে এদের আশ্বস্ত করে নিং বলেছেন, প্রকল্প ভাটির দেশকে প্রভাবিত করবে না। ২০২০ সালে ভারত ও চীনের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কিছু সেনার মৃত্যুর পরেও দিল্লি-বেইজিং কথাবার্তা চালিয়ে গেছে।

উজানে পানির ওপর চীনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলেও চীনের সঙ্গে তার প্রতিবেশীদের কোনো আনুষ্ঠানিক পানিবন্টন চুক্তি নেই।

এলাকাবাসীকে অন্ধকারে রেখে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করতে চাইছে সরকার।

**ভারতের প্রতিক্রিয়া**

২০২০ সালে ভারত ও চীনের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কিছু সেনার মৃত্যুর পরেও দিল্লি-বেইজিং কথাবার্তা চালিয়ে গেছে। এর ফলে ২০২৪ সালে ভারত ও চীনের সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। গত বছরে ভারত দ্বিপক্ষীয়ভাবে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করেছে চীনের সঙ্গে; ১১৮ বিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্র চলে গেছে দ্বিতীয় স্থানে। গত বছরের শেষের দিকে দুই দেশই জানিয়েছে, প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটারের সীমান্ত নিয়ে তাদের মধ্যে চলা দীর্ঘদিনের বিবাদ মেটাতে তারা একটা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পেরেছে। এ ধরনের বিবৃতি তারা অতীতে দেয়নি।

এই অবস্থায় সীমান্তের খুব কাছে এ ধরনের বিশাল অবকাঠামো ভারতকে নতুন করে উদ্বেগে ফেলেছে। ৩ জানুয়ারি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেছেন, এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পর্কে ভারত অবগত। এরপরে তিনি বলেন, ‘ভাটির দেশ হিসেবে নদীর জলের ওপরে আমাদের অধিকার রয়েছে। বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত সত্য। তাদের ভূখণ্ডের নদীগুলোতে বৃহৎ প্রকল্পের বিষয়ে চীনের কাছে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পাশাপাশি কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে আমরা মতামত ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। উজানে ব্রহ্মপুত্রের ভাটির রাজ্যগুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।’

**কেন পরিস্থিতি ভারতের অনুকূলে নয়**

চীন ও ভারতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারে মোটামুটি একটা ঐকমত্য রয়েছে, যে কারণে সীমান্তে দুই পক্ষের সেনাসদস্য মারা গেলেও কেউই পরস্পরের বিরুদ্ধে একটি গুলিও ছোড়ে না। তবে প্রতিবেশী দেশগুলোতে চীন সরাসরি ভারতের সঙ্গে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে বলে মনে করেন ভারত সরকারের অধীন কিন্তু স্বশাসিত মনোহর পারিক্কার ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালাইসিসের সিনিয়র ফেলো ও পানি-কূটনীতিবিশেষজ্ঞ উত্তম সিনহা।

চীনের প্রকল্প নিয়ে উত্তম সিনহা প্রথম আলোকে বলেন, ভারত মধ্যবর্তী নদীর (মিডল রাইপেরিয়ান) দেশ। তার ওপরের দেশ চীন এবং তার ভাটিতে (লোয়ার রাইপেরিয়ান) রয়েছে বাংলাদেশ। চীনের বিষয়ে যেমন ভারতের উদ্বেগ রয়েছে, তেমনি ভারতের দায়িত্ব রয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে পানি ভাগ করার প্রশ্নে। এ ক্ষেত্রে ভারতের সমস্যা হলো, উজানে তার পানির ওপরে চীনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলেও, চীনের সঙ্গে তার প্রতিবেশীদের কোনো আনুষ্ঠানিক পানিবন্টন চুক্তি নেই। কিন্তু প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের কয়েকটি পানি চুক্তি রয়েছে। এর ফলে ভারতের সমস্যাটা কমছে না, বাড়ছে।

উত্তম সিনহা আরও বলেন, চীনের জন্য তিব্বতের মালভূমি থেকে উৎপন্ন অনেক নদীর মতোই ইয়ারলুং একটি নদী। চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে পানি ধরে রাখা বা খাদ্য উৎপাদন থেকে প্রভূত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রশ্নে চীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ইয়ারলুংয়ের বড় ভূমিকা রয়েছে। চীনের সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) স্পষ্টভাবে (নদী থেকে উদ্ভূত) অর্থনৈতিক ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের ওপরে জোর দেয়।

**ভারত কী করতে পারে**

প্রথমত, ভারতের ‘চায়না-ফোবিয়া’ থেকে বেরোনো প্রয়োজন বলে মনে করেন উত্তম সিনহা। তাঁর মতে, ভারতের মনে রাখা দরকার, পানির নিম্নধারার দেশ হিসেবে তার একটা নির্দিষ্ট ও সংজ্ঞায়িত ভূমিকা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে সবচেয়ে আগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতকে তার সামর্থ্য ও ক্ষমতা বাড়াতে হবে। চীনের নদীগুলোর প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা নিশ্চিতভাবে জরুরি। দ্বিতীয়ত, জল ধরে রাখার পর্যাপ্ত অবকাঠামো, বাঁধ দেওয়া থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রশমন এবং অভ্যন্তরীণভাবে জলের খাত পরিচালনার জন্য একটি সার্বিক নকশা প্রয়োজন। কিন্তু সেটা করতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে।

উত্তম সিনহা বলেন, কূটনৈতিক ফ্রন্টে চীনের সঙ্গে পানির বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। চীন কী করতে পারে বা না পারে, সে সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিতে নীরবতা বজায় রেখে গেলে শুধু ভুল তথ্য পরিবেশিত হবে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের স্তরেও পানি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। চীন যে বাঁধ নির্মাণ করছে, তাতে ভারতীয় প্রযুক্তিবিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞানীদের বাঁধের স্থল পরিদর্শনের বিষয়টি সমঝোতায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সিন্ধু চুক্তির অংশ হিসেবে, ভারত পাকিস্তানকে তার বাঁধের জায়গাগুলো পরিদর্শন করতে দেয়। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেও একটি যৌথ নদী কমিশন রয়েছে।

বন্যার সময় ব্রহ্মপুত্রে জলবিদ্যুৎ-সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদানের (২০০২) সমঝোতা পর্যালোচনা করার পাশাপাশি চীনের ‘সুপার ড্যাম’ নিয়ে যে উদ্বেগ ভারতের রয়েছে, সে সম্পর্কেও তাদের অবগত করা দরকার বলে মনে করেন সিনহা। অবিভক্ত নদী নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে আস্থার অভাব রয়েছে বলেও তিনি মনে করেন।

পানিসম্পদবিশেষজ্ঞ উত্তম সিনহার বক্তব্য হলো, যেহেতু প্রতিযোগী শক্তিগুলো সহজাতভাবে একটা ‘কাউন্টার ওয়েট’ বা নিজেদের দিক থেকে পাল্টা ভারসাম্যের কথা চিন্তা করে, তাই ভারত চীনের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি দ্বিপক্ষীয় কথাবার্তার সূচনা করতে পারে। ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে বহু অববাহিকাকেন্দ্রিক (মাল্টি বেসিন) চুক্তির কথাও ভবিষ্যতে বিবেচনা করতে পারে।

**অরুণাচল প্রদেশের চিত্র**

ইয়ারলুং ভারতে ঢুকেছে উত্তর অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং নদী দিয়ে। অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, উপমুখ্যমন্ত্রী চাওনা মেয়েনসহ সব মন্ত্রীর বক্তব্য, আপার সিয়াং ও সিয়াং জেলার মধ্যে ১২ হাজার ৫০০ মেগাওয়াটের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বানাতে হবে, চীনের ৬০ হাজার মেগাওয়াটের প্রকল্প ঠেকাতে। এই নিয়েই বিরোধ শুরু হয়েছে অরুণাচলের প্রত্যন্ত গ্রাম-গ্রামান্তরে।

অরুণাচল প্রদেশের প্রধান সংবাদপত্র অরুণাচল টাইমস সামাজিক মাধ্যমে কয়েকটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। দেখা যাচ্ছে, আপার সিয়াংয়ের গ্রামে সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকায় আঘাত করছেন। ভিডিও চিত্রে এক সাংবাদিককে বলতেও শোনা যায়, ‘রাজ্য সরকার সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করে প্রকল্পের কাজ এগোতে চেষ্টা করবে বলে মানুষ মনে করছেন। তাঁরা নানা প্রতিবাদের পরিকল্পনা করছেন এবং সম্প্রদায়গত লৌকিক উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিবাদ সংঘটিত করার কথা ভাবছেন।’

অরুণাচলের প্রধান জাতিগোষ্ঠী তানি। তার অধীনে পাঁচটি সম্প্রদায় রয়েছে—নিশি, আদি, গালো, তাগিন ও আপাতানি। এর মধ্যে আপার সিয়াংয়ে প্রধানত আদিবাসীরা বসবাস করলেও, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ প্রতিবাদে অংশ নিচ্ছেন। অরুণাচলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশবিদ, বাঁধবিরোধী অ্যাকটিভিস্ট, মানবাধিকারকর্মী ও আইনজীবী ইবো মিলি প্রথম আলোকে বলেন, ‘বাঁধ বানানোর বিষয়টা অরুণাচলে ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। গোটা মন্ত্রিসভা এই বাঁধ নির্মাণকে সমর্থন করছে; কারণ, তারা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণকারী সংস্থার কার্যত মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে। এখন চীনের এই ঘোষণা এসেছে। তারা বলছে, সিয়াং নদী বাঁচাতে আরও বড় বাঁধ প্রয়োজন।’

মিলির মতে, চীনের বাঁধের ফলে অরুণাচল বিরাট বিপদে পড়বে, এই ধারণা ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, সিয়াংয়ের জলের সবটা ইয়ারলুং থেকে আসছে না। মোটামুটিভাবে ৩০ শতাংশ জল ইয়ারলুং থেকে আসছে, আর বাকিটা (৭০ শতাংশ) আসছে ভারতের বিভিন্ন হিমবাহ থেকে। ইবো মিলির দ্বিতীয় যুক্তি, চীনে যেখানে বাঁধ হচ্ছে, তার ভাটিতে চীনের ভেতরেই রয়েছে অসংখ্য গ্রাম। জল অরুণাচলে প্রবেশের আগে চীনের ভেতরের গ্রাম ভাসিয়ে দেবে। এই বাঁধ নিশ্চিতভাবে অনেক মানুষকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করবে, চাষের ক্ষতি করবে এবং অরণ্য অঞ্চলকে প্লাবিত করবে বলে মনে করছেন ইবো মিলির মতো অন্য আরও অনেক পরিবেশবিদ। মিলির বক্তব্য, ‘অতীতে এক হাজারের বেশি বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প নিয়েছিল অরুণাচল সরকার। পরবর্তী সময়ে সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। ২০২৩ সালে ১৩টি বড় বাঁধ নির্মাণের জন্য সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। এখন এলাকাবাসীকে অন্ধকারে রেখে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করতে চাইছে সরকার।’

**অরুণাচল সরকারের বক্তব্য**

পেমা খান্ডু, চাওনা মেয়েনসহ প্রায় গোটা মন্ত্রিসভা বাঁধ নির্মাণের পক্ষে একাধিক যুক্তি দিয়েছেন। ১০ জানুয়ারি অরুণাচলের পর্যটনমন্ত্রী ওজিং তাসিং বলেছেন, বাঁধ নির্মাণ না হলে চীন অরুণাচলকে বিরাট বিপদে ফেলবে। চীনের প্রকল্পের প্রভাব শুধু অরুণাচলে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা পশ্চিমবঙ্গকেও বিপদে ফেলবে বলে মন্তব্য করেন তাসিং। চাওনা মেয়েন বলেছিলেন, পাঁচ বছর ধরে মানুষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে ভারতের নিরাপত্তার জন্য সিয়াংয়ের ওপরে এই বাঁধ কতটা জরুরি। তবে তিনি এ-ও বলেন যে বাঁধ নিয়ে সমীক্ষা জরুরি।

শুক্রবারই মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু একই সঙ্গে দুটি কথাই বলেন। একদিকে তিনি বলেন, মানুষ না চাইলে সিয়াং প্রকল্প হবে না, আবার এ-ও বলেন যে সমাজকর্মীরা (অ্যাকটিভিস্ট) প্রকল্প সম্পর্কে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। এরই মধ্যে আরও একটি বিষয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। ইউনাইটেড তানি আর্মি (ইউটিএ) নামে একটি সংগঠন প্রকাশ্যে এসেছে বলে দাবি করছে অরুণাচল পুলিশ। চীনের সঙ্গে অরুণাচলের প্রায় ১ হাজার ১০০ কিলোমিটার সীমান্ত থাকার কারণে বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন সরকার। ভারতের প্রচারমাধ্যম অবশ্য ইতিমধ্যে বিষয়টিকে একটা বড় ধরনের ‘জঙ্গি তৎপরতা’ বলে চিহ্নিত করেছে।

ধারণা করা হচ্ছে, বিষয়টি তেমন বড় কিছু নয় এবং বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে ইউটিএর কোনো সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও অরুণাচলের মতো রাজ্যে, যেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো সশস্ত্র আন্দোলনের কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিহাস নেই, সেখানে এই ধরনের সংগঠনের বিবৃতি কিছুটা হলেও চিন্তায় রাখছে প্রশাসনকে। সব মিলিয়ে সার্বিকভাবে চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, নতুন বছরের গোড়ায় নতুন এই ইস্যু নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন ভারত।

***সৌজন্যে: প্র. আ.***

---

# ট্রাম্পের চাপে কেন গাজায় যুদ্ধবিরতি মানলেন নেতানিয়াহু

অ্যামোস হারেল

কাতারে গত বুধবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর এটা এখন নিশ্চিত যে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে জিম্মি মুক্তির বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। এখন ইসরায়েলের অভ্যন্তরে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হলে আশা করা যায় যে রোববার থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে, শুরু হবে জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া।

রোববারই নারী জিম্মিদের ছোট একটি দল ইসরায়েলে ফেরত আসবে। আর ঘটনাটি ঘটবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের ঠিক আগের দিন, যেমনটি তিনি চেয়েছেন। দুই মধ্যস্থতাকারী মিসর ও কাতারসহ ইসরায়েল ও হামাসের ওপর তিনি প্রবল চাপ প্রয়োগ করায় অবশেষে ১৫ মাসব্যাপী যুদ্ধের একটা বিরতি ঘটতে যাচ্ছে। অনেক মূল্যের বিনিময়ে এই সুখবরটা এসেছে। জিম্মিদের অবস্থা তেমন সুবিধার নয়। ২০২৩ সালের নভেম্বরে এক সপ্তাহের বিরতিতে যে কয়জন জিম্মি ফেরত এসেছিলেন, তাঁদের অবস্থা আমরা তখন দেখেছি। ট্রাম্প ও বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ছাড়াও যুদ্ধবিরতির সমঝোতা-প্রক্রিয়ায় যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককেই ধন্যবাদ দিতে হয়। এই যুদ্ধ ছিল ইসরায়েলের ইতিহাসের কঠিনতম। গাজা উপত্যকায় ৮৮ জন ইসরায়েলি ও ১০ জন বিদেশি আটক ছিলেন। এখন তাঁদের অর্ধেক জীবিত। শিগগিরই তাঁরা মুক্ত হবেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর তাঁদের জিম্মি করা হয়েছিল।

ট্রাম্প না হলে সমঝোতার চূড়ান্ত ধাপ অর্জিত হতো না। নভেম্বরে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তিনি তাঁর সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন—পুরোপুরি যুদ্ধবিরতি এবং পর্যায়ক্রমে জিম্মিদের ফেরত আনা। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর অন্ধ সমর্থকদের কেউ কেউ অবশ্য এখন একটু ধাতস্থ হতে শুরু করেছেন। ট্রাম্প ইসরায়েল বা নেতানিয়াহুর কোনো ভক্ত নন। তিনি যা করেছেন, তা তাঁর বিভিন্ন স্বার্থের দিক খেয়াল রেখে করেছেন, যেখানে গুরুত্ব পেয়েছে দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক কৌশলগত চিত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সংহত করা। পাশাপাশি নিজেরে মর্যাদা ও অবস্থান খেয়াল করা। অনেক দিন ধরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই সমঝোতা করতে চাননি। তাঁর অনুসারীরাও দাবি করেছেন যে নেতানিয়াহুর

বিবেচনাগুলো সঠিক। মিসরের সঙ্গে গাজা উপত্যকার সীমান্তে কথিত ফিলাডেলফি করিডর নিয়ন্ত্রণে রাখা ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য জরুরি বলে দাবি করা হয়েছিল। তব ট্রাম্পের চাপে নেতানিয়াহু যেভাবে এই দাবি থেকে সরে এলেন, তাতে এই দাবির যেক্তিকতা আসলে কতটুকু, তা বুঝিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখার বিষয়টিই নেতানিয়াহুর কাছে অনেক দিন ধরে মুখ্য বিবেচনা ছিল। নিজের আইনি বিপর্যয় এড়ানোর দিকেই তাঁর সর্বাত্মক মনোযোগ ও ঔদ্ধত্য ৭ অক্টোবরের ভয়াবহ বিস্ময় সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। যুদ্ধের সময়েও নেতানিয়াহুর কর্মকাণ্ডের তেমন কোনো উন্নতি ঘটেনি। তিনি যদি হামাস-পরবর্তী সময়ের জন্য কূটনৈতিক সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে সম্মত হতেন, তাহলে হয়তো সেনাবাহিনীকে গত কয়েক মাস অপ্রয়োজনীয়ভাবে গাজার পাকচক্রে আটকে থাকতে হতো না। অবশ্য বিকল্প কোনো কূটনীতিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। গাজার বেসামরিক বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য হামাসই এখন সুবিধাজনক অবস্থানে আছে, আছে পর্যায়ক্রমে সামরিক শক্তি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও।

ইসরায়েলের জনগণ বরং বিস্মিত হবেন, এটা জেনে যে ইসরায়েলের রক্ষাকারী হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার জন্য যিনি খুব উদ্গ্রীব ছিলেন, তিনি কীভাবে সমঝোতা মেনে নিয়েছেন। শুধু ফিলাডেলফি করিডর নয়; বরং নেৎজারিম করিডরের নিয়ন্ত্রণও ছাড়তে হবে ইসরায়েলি বাহিনীকে আর ১০ লাখ ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে উত্তর গাজায় ফিরে যাওয়ার ওপরও কঠোর নজরদারি থাকবে না। নেতানিয়াহু প্রতিদিন ৬০০ ট্রাক মানবিক সাহায্য গাজায় প্রবেশ করতে দিতেও সম্মত হয়েছেন; যা যুদ্ধের আগে দৈনিক যা প্রবেশ করত, তার চেয়ে ১০০ বেশি। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর অন্ধ সমর্থকদের কেউ কেউ অবশ্য এখন একটু ধাতস্থ হতে শুরু করেছেন। ট্রাম্প ইসরায়েল বা নেতানিয়াহুর কোনো ভক্ত নন। তিনি যা করেছেন, তা তাঁর বিভিন্ন স্বার্থের দিক খেয়াল রেখে করেছেন, যেখানে গুরুত্ব পেয়েছে দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক কৌশলগত চিত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সংহত করা। পাশাপাশি নিজেরে মর্যাদা ও অবস্থান খেয়াল করা।

নেতানিয়াহু বুধবারও ফিলাডেলফি করিডরে ইসরায়েলি সেনাদের অবস্থানের বিষয়ে সমঝোতার ব্যাখ্যা নিয়ে হামাসের সঙ্গে সংকট হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি তাঁর দাবি থেকে সরেননি। তাতে মূল চুক্তিতে কোনো হেরফের হবে না; কিন্তু জিম্মিদের পরিবারের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যে আদে তাঁর বিবেচনায় নেই, সেটা আবার পরিষ্কার হয়ে গেল।

আগামী সপ্তাহ থেকেই জিম্মি মুক্তির কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। ছয় সপ্তাহের জন্য দুই পক্ষই যুদ্ধবিরতি বজায় রাখবে। এই সময়কালে ১ হাজার ২০০ ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তির বিনিময়ে ৩৩ জন ইসরায়েলি জিম্মি ছাড়া পাবেন। তবে সমঝোতার প্রকৃত পরীক্ষা হবে, দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন জীবিত ও মৃত জিম্মিদের দ্বিতীয় দল ফেরত আসবে এবং গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে। ট্রাম্প নিশ্চিত যে এটা সম্পন্ন হবে যদিও এটা এমন এক দুরূহ মিশন, যার প্রতি পদেই অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা জড়িত।

পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যও স্পষ্টতর হতে থাকবে, যেখানে গাজা পুনর্গঠন ও তার অর্থায়নে কোন কোন দেশ যুক্ত থাকছে, তা জানা যাবে। আর এটাও জানা যাবে যে গাজা উপত্যকায় হামাসকে সরিয়ে বিকল্প কোনো সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার মতো কোনো সুযোগ তৈরি হবে কি না।

***অ্যামোস হারেল ইসরায়েলি সাংবাদিক। ইসরায়েলের দৈনিক হারেৎজ (ইংরেজি সংস্করণ) থেকে নেওয়া। বাংলায় সংক্ষেপিত অনুবাদ***

# সরিষায় বিশ্ব শান্তি কামনায় দোয়ার মাধ্যমে শেষ হল তিন দিনের সারা বাংলা তবলিগ জামাতের ইজতেমা

**সাবির আহমেদ ● সরিষা**

**আপনজন:** দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার বিধান সভার সরিষার চেওড়াতে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী বিস্তৃত ময়দানে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের দোয়ার মাধ্যমে শেষ হলো সারা বাংলার ৩ দিনের তাবলীগ জামাতের ইজতেমা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে ইজতেমা শুরু হয়।

দশ লক্ষ ফুট ও প্রায় আড়াই কিলোমিটার ব্যাসার্ধের পরিমাণ জায়গা জুড়ে বিশাল প্যান্ডেল। প্রতিটি জেলায় জন্য আলাদা আলাদা ক্যান্টিন। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। পানীয় জলের ব্যবস্থা। প্রায় পাঁচ শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক দেড় মাসের অধিক সময়ে ইজতেমার এই ময়দান প্রস্তুত করেন। দুইহাজার বায়োটয়লেট, পাঁচ হাজার প্রসাব খানা।ছখানা দুশো ফুট লম্বা আধুনিক মানের অস্থায়ী অজুখানা। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। ফ্রি চা, পানীয় জল ও ফল বিতরণ স্টল।

১৭ জানুয়ারি শুক্রবার জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এই বিস্তৃত ইজতেমার ময়দানে। সূত্র মতে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ জুম্মার নামাজ আদায় করেন।

পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ,বীরভূম, নদীয়া, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, কলকাতা ,উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ জেলাসহ প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তিন দিনের ইজতেমাতে হাজির হন। বিশেষ করে ওলামা ও চার মাস জামাতে সময় লাগানো পুরানো সাথীদের জন্য এই ইজতেমার আয়োজন। দায়িত্বশীল পুরানো সাথীদের পুনরায় সময় লাগিয়ে দেশ বিদেশে দাওয়াতের কাজে ছড়িয়ে পড়ার জন্য এবং নিজের মহল্লায় আরও বেশি বেশি মানুষ কে আল্লাহর রাস্তায় বের করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।আগামী ২০২৬ সালে ২,৩,৪ জানুয়ারি এই বাংলায় বিশ্ব ইজতেমা হবে (স্থান নির্ধারণ হয়নি)।সেটা স্মরন করিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে পুরানো কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।

রবিবার আখেরি মোনাজাতের পূর্বে বক্তব্যে দিল্লীর মুরুব্বীরা মানুষের হেদায়েতের ব্যাপারে, বিশ্বব্যাপী মানুষের আখলাখী সংকট নিরসনে সকল কে ত্যাগ স্বীকারের কথা বলেন। এক মুরুব্বী বক্তব্যে বলেন বিশ্বের সকল মানুষ ভালো হলে পৃথিবীর সবাই ভালো থাকবে।তাই সকলের চরিত্র কে ভালো বানাতে হবে।বিশ্বের শান্তি একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও রাসূল সাঃ এর দেখানো পথেই। অর্থাৎ আমাদের পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমে দুনিয়ার ও আখিরাতের সকল শান্তি খুঁজে নিতে হবে। ইজতেমা থেকে অনেক জামাত বিদেশে ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চার মাস ও পাঁচ মাসের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হন।

উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মাওলানা মাহমুদ আলী সাহেব, মাওলানা মুরসালিন সাহেব, রাজস্থান মেওআতি থেকে মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেব, উত্তর প্রদেশের মাওলানা রিয়াসাত সাহেব ছাড়াও কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড, মহারাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন অনেক বিশিষ্ট জিম্মাদার। সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট জিম্মাদার প্রফেসর মুসা কালিম, মাওঃ মিজানুর, আব্দুল হান্নান, মুফতি আবু সিদ্দিক, আব্দুর রউফ প্রমুখ বিশিষ্ট জন।

প্রথম নজর

## শিশুর শিক্ষাদানে অপরিহার্য মায়েদের ধৈর্য: সেখ নুরুল হক

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত**

**আপনজন:** বেঙ্গল মডেল চাইল্ড ইনস্টিটিউট- এ বার্ষিক অনুষ্ঠান উত্তর ২৪পরগণার বেড়াচাঁপা বেঙ্গল মডেল চাইল্ড ইনস্টিটিউট-এ সম্প্রতি অতি সমারোহে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক অনুষ্ঠান। গুণীজন সংবর্ধনা ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান ছিল অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস সেখ নূরুল হক। ছিলেন বিশিষ্ট গুণীজন প্রাক্তন ডব্লিউ বি সি এস অফিসার সৈয়দ নাসিরুদ্দিন, সমাজসেবী মুনিরা বেগম, প্রাবন্ধিক সোনা বন্দোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ শোকর আলি, আনারুল ইসলাম, শ্যামচাঁদ গিরি প্রমুখ। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী মুসকান সুলতানার পবিত্র কুরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় । স্বাগত ভাষণে বেঙ্গল মডেল চাইল্ড ইনস্টিটিউট-এর সম্পাদক সেখ আহাসান আলি বলেন এ বছর বি এম সি আই স্কুলের স্লোগান-”কঠোর মায়ের সফল সন্তান”। প্রধান অতিথি জনাব নূরুল হক বলেন, আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা মা জাতিকে দিয়েছেন অপার ধৈর্য, যা শিশুর শিক্ষাদানে খুবই অপরিহার্য। এর সঙ্গে প্রয়োজন পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিজের জীবনশৈলীতে সারল্য, সততা, নিয়মানুবর্তিতার মৌলিক গুণ অনুসরণ করা। তবেই সন্তান সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারবে। এদিন আরো যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সৈয়দ নাসিরুদ্দিন, শোকর আলি, সোনা বন্দোপাধ্যায়, আনারুল ইসলাম, প্রমুখ। শিশুদের মজার পড়াশোনা নিয়ে কর্মশালা উপলক্ষে কলকাতা অনুসন্ধান সোসাইটির সহযোগিতায় এবং বেঙ্গল মডেল এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট এর উদ্যোগে নাম করা গবেষকদের নিয়ে “শিশু শেখা শিখি” নামে একটি পত্রিকা সেখ নূরুল হক প্রকাশ করেন। আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ মতিয়ার রহমান দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সম্পাপ্তি করেন।

## সেহারাবাজারের স্কুলে প্লাটিনাম জুবিলি মঞ্চ

**এম এস ইসলাম ● বর্ধমান**

**আপনজন:** ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেহারাবাজার সি কে ইনস্টিটিউশন তার প্লাটিনাম জুবিলি উদযাপন করল সারম্বরে। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে একটি নতুন সাংস্কৃতিক মঞ্চ “প্লাটিনাম জুবিলি মঞ্চ” উদ্বোধন তার সঙ্গে স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল ধুম ধামের সঙ্গে। দক্ষিণ দামোদরের ভূমিপুত্র , রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্য কৃষি মৎস্য প্রাণিসম্পদ উদ্যান পালন উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার মঞ্চটি উদ্বোধন করেন।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. যোড়শী মোহন দান । আরও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম, কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ইসলাম, সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক ড. মোল্লা গোলাম আসফিয়া, স্থানীয় দুই প্রধান পুরঞ্জয় সরকার ও দেবযানী রায়, তোরকোনা জগবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী গণেশ সেন।

মঞ্চ থেকে ড. যোড়শী মোহন দা শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ব সেহারা বাজার চন্দ্র কুমার ইনস্টিটিউশনের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন।

## মেধা অন্বেষণে উত্তীর্ণদের পুরস্কার বিতরণ সামসীতে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● সামসী**

**আপনজন:** অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার্স এসোসিয়েশনের মালদহ শাখার উদ্যোগে উত্তর মালদহের বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রের উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সামসী কলেজ প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই সংগঠনের উদ্যোগে সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপী ৬ অক্টোবর ২০২৪ আইডিয়াল সার্চ এক্সামিনেশনের আয়োজন করে। এই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হয় ৩০ নভেম্বর ২০২৪ অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার্স এসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মাহবুবুল হক বলেন, সারা রাজ্য জুড়ে এবার প্রায় দোদ্দ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, তন্মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থী মালদহ জেলা থেকে পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করে। এবার সম্পূর্ণ ওএমআরশিট পদ্ধতিতে পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল।’ এসোসিয়েশনের মালদহ জেলা শাখার সম্পাদক ও অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘ আমরা আজকে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পুরস্কার বিতরণ করলাম। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাঃ ইসমাইল, মোহাঃ রফিকুল ইসলাম, এম ওয়াহেদুর রহমান, মুরশেদুল হাসান, সাজাহান আলি, এসোসিয়েশনের মালদহ জেলার সহ সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী সহ অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

## স্কুলে প্রাঙ্গণে গাছ কেটে প্রধান শিক্ষিকার শাসানি সাংবাদিককেই!

**জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া**

**আপনজন:** আপনি কি গাছটা লাগিয়েছিলেন , বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাছ কেটে দিয়ে সাংবাদিককেই চোখ রাঙানি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার, চুঁচুড়ায় ছায়াহীন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে কেটে ফেলা হলো বহু পুরনো একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ, চুঁচুড়ার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিষ চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের ভিতরে বহু বছরের পুরোনো একটি বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল, সেই গাছ শুধু ছায়া দিত তাই নয় এলাকার ঐতিহ্য ছিল ঐ গাছ, তার সাথে সাথে রাস্তার ধারে থাকা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির উপরে ছায়া দেওয়ার ও কাজ করতো , ওই এলাকার কাউন্সিলর মিতা চ্যাটার্জি জানান রবিবার সকালবেলা যখন আমি ওখানে যাই গিয়ে দেখি গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে।, এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে সেই গাছের বহু নোংরা ডালপালা পড়েছিল। সেগুলো আমি পরিষ্কার করিয়েছি তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ এই গাছ কাটার জন্য আমার কাছ থেকে কোন রকম অনুমতি নেইনি, এবং আমি এই স্কুলের গাছ কাটার বিষয়ে কোনো কিছু জানিনা, তিনি এও বলেন এই সামান্য গাছটি কার কি অসুবিধা করছিল জানিনা গাছটি যতোদিন ছিল ভালোই ছিল, অন্যদিকে এলাকার ইতিহাসবিদ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি জানান ভূদেব

মুখোপাধ্যায় কে নিয়ে শুধুমাত্র রাজনীতিই হয়, শাসক দলের লোকেরা ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে শুধুমাত্র মালা পরিয়ে সারা বছর ভুলে যান, এই গাছটি এখানে ছিল ভালোই ছিল , ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির মাথার উপরে একটি ছায়াও ছিল, অন্যদিকে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে সাংবাদিক ফোন করলে তিনি বলেন গাছটা কি আপনি লাগিয়ে লাগিয়েছিলেন, তাহলে আপনি জিঞ্জেস করার কে, তিনি এও জানান গাছটি কাঁটা হয়নি গাছটি ছাটা হয়েছে, গাছটির কারণে নাকি ভিতরের বিল্ডিং এর অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল, তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি বনদপ্তর এর পারমিশন নিয়েছেন কিনা সেই কথাটি তিনি এড়িয়ে যান, একজন মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার এ হলো ব্যবহারে আলোড়ন পড়েছে নানান মহলে, অন্যদিকে বিজ্ঞান মঞ্চের তরফ থেকে জানানো হয় একজন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে অবশ্যই জানা দরকার গাছ কাটা আর গাছ ছাটা কাকে বলে, আমরা এ বিষয় নিয়ে অবশ্যই বনদপ্তরে অভিযোগ জানাবো, এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেব, সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করছেন একটাই, যেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান সেখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এত পুরনো গাছ কিভাবে কেটে দেয়া হল।

## হাড়োয়ায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ

**এহসানুল হক ● হাড়োয়া**

**আপনজন:** নুতন ব্লক সভাপতি গঠন হওয়ায় হাড়োয়ায় তৃণমূল পার্টি অফিসে ভাঙচুর অন্য গোষ্ঠীর, লাঠি দিয়ে বেধড়ক মার, মাথা ফাটলো কয়েকজনের, গুরুতর আহত এক, এক কথায় রীতিমতো তান্ডব চালানো হয় বলে অভিযোগ। আজ রবিবার বিকালে মিনাখার বিধায়ক কে সঙ্গে নিয়ে একটি সভা করেন, সেই সভাতে নতুন সভাপতি নাম ঘোষনা করেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস। অভিযোগ, নাম ঘোষণা হতেই নতুন সভাপতি সিরাজুল ইসলামের লোকজন অপর গোষ্ঠীর লোকজনের প্রতি বেধড়ক মারধর করা হয়, অফিস ভাঙচুর করা হয়, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর ছবি ছিড়ে ফেলে দেওয়া হয় বলে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,হাড়োয়া ব্লক ২ এর সভাপতি ছিলেন ফরিদ জমাদার , এরপর রাজ্যের দমকল মন্ত্রী মিনাখার ব্রাহ্মণ চকে এসে এমএলএ কাপের অনুষ্ঠানে তিনি ঘোষণা করেন এই ব্লকের নতুন সভাপতি সিরাজুল ইসলামের নাম । তারপরেই শালীপুরের পার্টি অফিসে যখন ফরিদ জমাদারের অনুগামীরা বসেছিলেন তখনই নতুন ব্লক সভাপতি সিরাজুল ইসলামের অনুগামীরা ভেতরে ঢুকে লাঠি সোটা নিয়ে হামলা চালায় ভাঙচুর করে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ অস্বীকার করেছে দুই গোষ্ঠী। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ঘটনাস্থলে হাড়োয়া থানার পুলিশ। এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে হাড়োয়া টু তৃণমূল কংগ্রেসের আগের ব্লক সভাপতি ফরিদ জামাদার বলেন, নতুন সভাপতি নাম ঘোষণা হওয়ায় সিরাজুল ইসলামের অনুগামীরা বিধায়ক এর নির্দেশে আমাদের কর্মীদের উপর অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। মাথায় কাঠের বাড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং পার্টি অফিসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। যদিও এই বিষয়ে নতুন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম জানান, এই কাজের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীরা কোন জড়িত নয়।

## কুলতলির মৈপীঠে দুয়ারে বাঘ আতঙ্ক

**হাসান লস্কর ● কুলতলি**

**আপনজন:** এবছরেএই প্রথম গৃহস্থের বাড়ির মধ্যে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার, আতঙ্কিত কুলতলীর মৈপিঠ কোস্টাল থানার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের মধ্য গুড়গুড়িয়ার জন্মেজয় গিরির পরিবার। শনিবার কুলতলীর মৈপিঠ কোস্টাল থানার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের মধ্য গুড়গুড়িয়ার জন্মেজয় গিরিও তার পুত্রবধূ দেবিকা গিরি রাতে বাড়ির মধ্যে শুয়ে ছিলেন আর সেই অবস্থায় বাঘ তাদের ঘরের মধ্যে গিয়ে গর্জন দিতে থাকে। আর তাতেই তারা জড়সড়ো হয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় এই পরিবার বসবাস করেন।

প্রতিনিয়ত মাছ কাঁকড়া ধরে এরা জীবিকা নির্বাহ করার জন্য বাঘের গতিবিধি তাদের একটু হলেও জানা, তাই ভাগ্যো চক্রে ঈশ্বরের করুন কৃপায় তারা প্রাণে বাঁচলেন,মধ্য গুড়গুড়িয়া জন্মেজয় গিরির পরিবার। এখনো আতঙ্ক কাটছে না মধ্য গুড়গুড়িয়ার গিরি পরিবারে সদস্যদের। তাদের হাড়হিম করা কাহিনী বললে ভুল হবে তাদের এই মুহূর্তে শোচনীয় করুন অবস্থা- তাদের চোখেমুখে যে ভয়ের আতঙ্কের ছায়া ফুটে

উঠছে তা দেখলেই বোঝা যায়। বারে বারে সুন্দরবনের জঙ্গলের বাঘ আসছে লোকালয়ে এমনকি বাড়ির মধ্যে বাঘের হানা। গিরি পরিবার যেমন আতঙ্কিত তেমনি, মৈপিঠ গুড়গুড়িয়া এলাকার মানুষজন ও আতঙ্কিত। স্থানীয় গুড়গুড়িয়া ভুবেনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়দেব প্রধান ওরফে বাবলুর কোথায় এই বারে এতবার বাঘ তার জন্মের এই প্রথম তিনি দেখছেন এবং শুনছেন। রাতে কুলতলী বনদপ্তরের কর্মীরা ও কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যরা এলাকায় এসে ঘোরাফেরা করলেও আতঙ্ক কাটছে না কুলতলীর মৈপিঠ থানা এলাকার বাসিন্দাদের।গত দশদিনে ১২ বার বাঘের আতঙ্ক। কুলতলীর নগেনাবাদ পয়লা ঘেরি গঙ্গার ঘাট গৌড়ের চক বৈকন্ঠপুর মৈপিঠ ৬ নাম্বার নকুলের মোড় মধ্য গুড়গুড়িয়া সহ একাধিক এলাকায়। এই নিয়ে ১৭ বার কুলতলীর একাধিক এলাকায় বাঘের দেখা মিলল।

## খাল খননের উদ্বোধন মথুরাপুরে

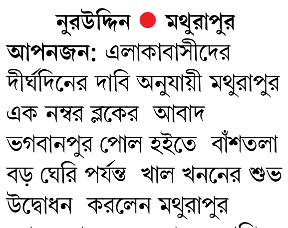

**নুরউদ্দিন ● মথুরাপুর**

**আপনজন:** এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের আবাদ ভগবানপুর পোল হইতে বাঁশতলা বড় ঘেরি পর্যন্ত খাল খননের শুভ উদ্বোধন করলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার,জানা যায় চাষের জমিতে জল না পাওয়ায় দুর্ভোগের স্বীকার হচ্ছিল চাষিরা, সেই কথা আবাদ ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়াদ আলী পুরকাইত সাংসদ কে জানানোর পরে দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী রবিবার দিন সাংসদ বাপি হালদার নারকেল ফাটিয়ে খাল খননের শুভ উদ্বোধন করেন। এই দিন সাংসদ বাপি হালদার বলেন এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই খাল সংস্করণ করতে হবে, সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই খাল সংস্করণ হতে চলেছে। খাল খনন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের কর্মাধ্যক্ষ শাহানা খাতুন প্রমুখ।

## বেডস-এর মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় কৃতীদের বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন

**এম মেহেদী সানি ● বারাসত**

**আপনজন:** বসুধা এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট এন্ড সোশ্যাল ফাউন্ডেশন আয়োজিত সারা বাংলা ট্যালেন্ট হান্ট স্কলারশিপ পরীক্ষার মাধ্যমে বেছে নেওয়া মেধাবীদেরকে নিয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল পুরস্কার বিতরণ কর্মসূচি। আয়োজকরা জানান, শহর থেকে গ্রাম রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে ওই পরীক্ষায় প্রায় ২৫ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ‘সারা বাংলা ট্যালেন্ট হান্ট স্কলারশিপ পরীক্ষা’য় অংশগ্রহণকারীর মধ্যে প্রথম দশের মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে বই, মেমেন্টো, মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করা হলো রবিবার।

নিউ ব্যারাকপুরের কৃষ্টি অডিটোরিয়ামে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসের প্রথম পাঁচের মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া প্রায় একশো শিক্ষার্থীকে আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হলো বলে জানিয়েছেন বেডস পরিবারের চেয়ারম্যান বিজ্ঞানী ডঃ অর্চন কান্তি

দাস, কেন্দ্রীয় সভাপতি শিক্ষক ও ইঞ্জিনিয়ার ডঃ সাজাহান মন্ডল, কেন্দ্রীয় সম্পাদক শিক্ষক আলফাজ হোসেন, সহ সম্পাদক শিক্ষক কাইছ খান, পর্যবেক্ষক শিক্ষক অসীম কুমার বিশ্বাসরা।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির সাবেক উপাচার্য ডঃ সৈকত মৈত্র ।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়াবিদ বিশিষ্ট সমাজসেবী ‘এসিএবি’র কনভেনার ইসমাইল সরদার, বিশিষ্ট উদ্যোগপতি শুভাশিস দাস, বারাসাত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাউন্সিলর অরুন ভৌমিক, বিজ্ঞানী চন্দ্র নারায়ন বৈরাগ্য, মোটিভেটার আবেদিন হক আদি প্রমুখ।

মেধার বিকাশে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনুপ্রাণিত করতে বেডস আয়োজিত সারা বাংলা ট্যালেন্ট হান্ট স্কলারশিপ পরীক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব তুলে ধরে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান বিশিষ্টজনেরা। তাঁরা বক্তব্য রাখার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তাও দেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

## বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্প খতিয়ে দেখতে বিশেষ পরিদর্শক দল

**অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট**

**আপনজন:** সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায় চলা কাজের গতি প্রকৃতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে এলেন কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রতিনিধি দল।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধাদলপাড়া সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট পরিদর্শন করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।জানা গিয়েছে, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পের আওতায় রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩ টি গ্রাম সংসদ থেকে ১০ টি ই-কার্ট গাড়ী প্রতিদিন পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা ইউনিটে নিয়ে আসছে। এই কাজে কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সক্রিয় সহযোগিতায়, কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি ও রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর মধ্যে তিন বছরের জন্য মৌ চুক্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মিজানুর রহমান জানান, ‘পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য নতুন বছরের শুরু থেকে তিন বছরের জন্য চুক্তি করে মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীন উন্নয়ন সমিতি কে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

## বাল্যবিবাহ রোধে উদ্যোগ থানার

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম**

**আপনজন:** বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও জেলার থানাগুলির আয়োজনে নানান সময়ে নানান বিষয়ে নানান ভাবে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির মাধ্যমে গাড়ির চালক,পথচলতি মানুষ ছাড়াও সমাজের অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত সকলস্তরের মানুষদের সচেতন করা হয়ে থাকে। এতদিন পুলিশের সচেতনতা মূলক কর্মসূচি হিসেবে বেশি চিহ্নিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি জেলার বুকে জলজ্যান্ত সমস্যা হিসেবে বাল্যবিবাহ। যাহা নিয়ে জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর সহ বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক গন ও চিন্তিত। সমস্যা দূরীকরণে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা ও কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে।

# যোগ করা সময়ে নুনিয়েজের জোড়া গোল, লিভারপুলের স্বস্তির জয়

**আপনজন ডেস্ক:** ব্রেন্টফোর্ড ০ : ২ লিভারপুল
একটি গোল পেতে কত কষ্ট করতে হয়! আজ লিভারপুল-ব্রেন্টফোর্ডের খেলা দেখতে দেখতে যে কারও মনে হতে পারে এই কথা। প্রথম ৯০ মিনিটে ৩৫ শট নিয়ে কোনো গোল আদায় করতে পারেনি লিভারপুল। অবশেষে যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ভাঙল ডেডলক, ডারউইন নুনিয়েজের পা থেকে লিভারপুল পেল স্বস্তির গোল।
এই গোলের পর এক মিনিটের ব্যবধানে লিভারপুলকে আরও এক গোল এনে দেন ৬৫ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামা নুনিয়েজ। তাঁর জোড়া গোলেই অনেক কষ্টের পর ২-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। টানা দুই ড্রয়ের পর অবশেষে লিগে জয়ের দেখা পেল তারা।
ব্রেন্টফোর্ডের মাঠে আজ প্রথম মিনিট থেকেই গোলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে লিভারপুল। দুই প্রান্ত এবং মাঝমাঠ দিয়ে একের পর এক আক্রমণে তটস্থ করে তোলে প্রতিপক্ষের রক্ষণকে। কিন্তু আক্রমণের পর আক্রমণের ঝড় তুলেও গোল পাওয়া হচ্ছিল না পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা দলটি। গোল না পাওয়ায় ম্যাচ যতই এগিয়েছে আরও বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠেছে লিভারপুল। অতিথিদের এমন অলআউট আক্রমণের সুযোগ নিয়ে প্রতি আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করেছে ব্রেন্টফোর্ড। গোলের একাধিক সুযোগও পেয়েছিল তারা। কিন্তু ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতায় শেষ পর্যন্ত পাওয়া হয়নি কাঙ্ক্ষিত গোলটি। অন্য দিকে একের পর এক ব্যর্থ আক্রমণের পরও হাল ছাড়েনি লিভারপুল। ধারাবাহিকভাবে প্রতিপক্ষের রক্ষণে চাপ তৈরি করে গেছে তারা। যার ফলাফল ম্যাচের শেষ দিকে পাওয়া নুনিয়েজের জোড়া গোল।
২-০ গোলে পাওয়া এই জয়ে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থান আরও সুদৃঢ় করেছে আর্নে স্লটের দল। ২১ ম্যাচে ১৫ জয়, ৫ ড্র ও ১ হারে লিভারপুলের পয়েন্ট ৫০। সমান ম্যাচে দুইয়ে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ৪৩। লিভারপুলের বিপক্ষে হেরে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে আছে ব্রেন্টফোর্ড।

# প্রথম খো খো বিশ্বকাপে ভারতের জয়জয়কার

**আপনজন ডেস্ক:** দেশের মাটিতে প্রথম খো খো বিশ্বকাপে ভারতের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। মহিলা দলের পর খেতাব জিতে নিল ভারতের পুরুষ দলও। রবিবার ফাইনালে ভারতের মহিলা দলের মতোই পুরুষ দলও নেপালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল। নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে খেতাব জিতল ভারত। পুরুষদের বিভাগের ফাইনাল ম্যাচের ফল ৫৪-৩৬। মহিলাদের বিভাগের ফাইনালের মতোই পুরুষদের বিভাগের ফাইনালেও ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করে নেপাল। তবে শেষপর্যন্ত ভারতীয় দলই জয় পেল। উদ্বোধনী খো খো বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হয়েছিল ভারতের পুরুষ দল। রবিবার ফাইনালেও ভারত-নেপাল লড়াই হল। প্রতীক ওয়াইকরের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়ল ভারতের পুরুষ খো খো দল। প্রথম খো খো বিশ্বকাপে পুরুষ ও মহিলাদের বিভাগে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখাল ভারত ও নেপাল। এই দুই দলই ফেভারিট হিসেবে খেলতে নেমেছিল। নিজেদের দেশে দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। উদ্বোধনী ম্যাচে নেপালের বিরুদ্ধে ৪২-৩৭ ফলে জয় পায় ভারতের পুরুষ দল। পরের ম্যাচগুলিতেও অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে ফাইনালে পৌঁছে যান প্রতীকরা। সেমি-ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেয় ভারতের পুরুষ দল। অন্যদিকে, উদ্বোধনী ম্যাচে ভারতের কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়ে ফাইনালের দিকে এগিয়ে যায় নেপাল। সেমি-ফাইনালে ইরানকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে যায় নেপালের পুরুষ দল। তবে ফাইনালে ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না নেপাল।
রবিবার খো খো বিশ্বকাপে মহিলাদের বিভাগের ফাইনালে টসে জিতে প্রথমে রক্ষণাত্মক খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে হেরে যায় নেপালের মহিলা দল। এরপর পুরুষদের বিভাগের ফাইনালেও একই ভুল করে বসল নেপাল। ভারতের পুরুষ দল প্রথমে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে নেপালকে চাপে ফেলে দেয়। শুরুতেই ২৬-০ এগিয়ে যান প্রতীকরা। এরপর ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে নেপাল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। নেপাল লড়াই করলেও, খেতাব জিতল ভারত।

# লা লিগা: বার্সেলোনার ড্র ছাপিয়ে আরেকটি বর্ণবাদ-বিতর্ক

**আপনজন ডেস্ক:** প্রতিপক্ষ হেতাফে, পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান অবনমনের ঘরে। এমন দলের বিপক্ষে গতকাল রাতে লা লিগায় পয়েন্ট খুইয়েছে বার্সেলোনা। হেতাফের স্তাদিও কলোসিয়ামে অতিথি বার্সা নবম মিনিটে জুলস কুন্দের গোলে এগিয়ে গেলেও সেটি ধরে রাখতে পারেনি। ৩৪ মিনিটে মাওরো আরামবারি সেটা শোধ করে দেওয়ার পর আর কোনো গোল করতে পারেনি হ্যান্সি ফ্লিকের দল। হেতাফের বিপক্ষে ১-১ সমতায় শেষ হওয়া ম্যাচটি দিয়ে লিগে টানা চার খেলায় পয়েন্ট খোয়াল বার্সেলোনা। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এখন পর্যন্ত লিগে দুটি হার ও দুটি ড্রয়ে পয়েন্ট তালিকায় অনেকটাই পিছিয়ে গেছে ফ্লিকের দল। তবে হেতাফের মাঠে বার্সেলোনার হতাশার রাতটিতে যোগ হয়েছে বর্ণবাদ বিতর্কও। গ্যালারি থেকে বর্ণবাদী আচরণের জেরে দ্বিতীয়ার্ধে কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ রাখেন রেফারি। ম্যাচ শেষে বার্সা ডিফেন্ডার আলেহান্দ্রো বালদে জানান, হেতাফের গ্যালারি থেকে তাঁকে বর্ণবাদী আক্রমণ করা হয়েছে। মুভিস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বালদে বলেন, ‘এখানকার দর্শকের কাছ থেকে আমাকে কয়েকবার বর্ণবাদী আক্রমণ করা হয়েছে। এটা খুব দুঃখজনক যে এমন কিছু ঘটেছে। আমি প্রথমার্ধেই রেফারিকে বিষয়টি বলেছি। তিনি দ্বিতীয়ার্ধে লিগ প্রটোকল কার্যকর করেছেন। তবে এটা ঠিক কীভাবে কাজ করে আমি জানি না।’ লা লিগার প্রটোকল অনুযায়ী, একজন রেফারি বর্ণবাদী আক্রমণ থামাতে ম্যাচ বন্ধ করতে পারেন। গত রাতে বালদের অভিযোগের পর রেফারি পাবলো গঞ্জালেজ ফুয়েরতেস দ্বিতীয়ার্ধে খেলা থামান এবং স্টেডিয়ামের সাউন্ড বক্সে কারণ জানিয়ে বলা হয়, বর্ণবাদী আচরণ চলতে থাকলে ফুটবলাররা মাঠ ছেড়ে যাবেন। বালদের ওপর বর্ণবাদী আক্রমণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বার্সেলোনা কোচ ফ্লিক। দ্বিতীয় বিভাগের দল এলচে জানায়, স্পোর্তিং গিজনের মাঠে তাদের একজন খেলোয়াড় বর্ণবাদী আক্রমণের স্বীকার হয়েছেন। এ ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ এক ব্যক্তিকে চিহ্নিতও করেছে।
লা লিগায় গত কয়েক বছরে বর্ণবাদের বেশ কিছু ঘটনা সামনে এসেছে। যার মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদ ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ক্রমাগতভাবে আক্রমণের শিকার হয়েছেন। গত বছরের জুনে ভিনিকে বর্ণবাদী আক্রমণের দায়ে ভ্যালেন্সিয়ার তিন দর্শককে আট মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, যা ফুটবল মাঠে বর্ণবাদের ঘটনায় স্পেনে প্রথম। এদিকে বালদের বর্ণবাদের শিকার হওয়ার রাতে ম্যাচ ড্র করে বার্সেলোনা এখন লিগ শিরোপার লড়াইয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। শীর্ষে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদ এখন ৫ পয়েন্ট এগিয়ে, দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ৪ পয়েন্টে। অবশ্য আতলেতিকো মাদ্রিও গতকাল রাতে পয়েন্ট খুইয়েছে।

# সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচ, কলকাতায় এসে পৌঁছলেন গম্ভীররা

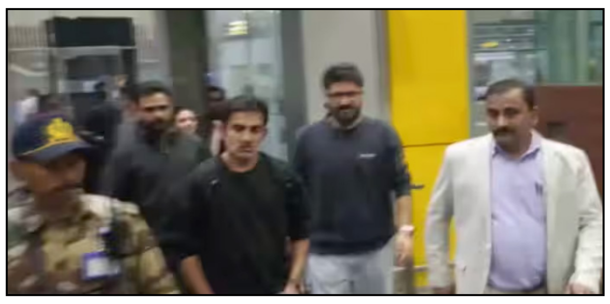

**আপনজন ডেস্ক:** বুধবার, কলকাতায় সিরিজের প্রথম ম্যাচ। আর সেই ম্যাচের আগে শনিবার, দুই দলের ক্রিকেটাররাই চলে এলেন শহরে। ভাগ ভাগ করে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। সবার আগে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন ব্রিটিশ অলরাউন্ডার লিয়াম লিভিংস্টোন। উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকায় টি-২০ লিগ খেলছিলেন তিনি। সেখান থেকে সরাসরি শহরে এসে পৌঁছন তিনি। আর তারপর সন্ধ্যায়, জস বাটলারের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের বাকি দল শহরে এসে গেছে। ভারতে আসার আগে অবশ্য দুবাইতে প্রস্তুতি সারছিল ইংল্যান্ড।
অন্যদিকে, ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সকলের আগে আসেন রিঙ্কু সিং, অভিষেক শর্মা এবং নীতীশ কুমার রেড্ডি। বিকেল ৪.৩০ নাগাদ কলকাতায় পা রাখেন তারা। পরে সন্ধ্যায়, অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে তিলক বর্মা শহরে আসেন। তারপরেই দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার কলকাতায় এসে পৌঁছন। তবে পেসার মহম্মদ শামি এবং অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার শনিবার মধ্যরাতে কলকাতায় আসার কথা ছিল। বুধবার ম্যাচের আগে দুই দলই ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলন করবে। রবিবার দুপুরে অনুশীলন করার কথা ছিল ইংল্যান্ডের। তবে সেই অনুশীলন বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যায় ভারতীয় দলের অনুশীলনের কথা। এদিকে ইডেন ম্যাচের জন্য টিকিট বিক্রির চাহিদা একেবারে তুঙ্গে। দর্শকদের উন্মাদনাও দেখার মতো। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, “উৎসবের মরশুম শেষে এটাই ক্রিকেট উপভোগ করার সেরা সময়। টিকিটের জন্য উন্মাদনা দেখার মতো। হাইকোর্ট পর্যন্ত টিকিটের লম্বা লাইন পৌঁছে গেছিল। আশা করছি, বুধবার মাঠ ভর্তি থাকবে।”
এদিকে বুধবার খেলা শেষে কলকাতা থেকে চেন্নাই উড়ে যাবে দুই দল। সেখানে আগামী শনিবার অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ।

# সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ**

**আপনজন:** বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ১৬ দলীয় নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সংগঠনের সভাপতি ইমরান হোসেনের তত্ত্বাবধানে রবিবার স্বরূপনগর ঈদগাহ ময়দানে টুর্নামেন্টের সূচনা করেন স্বরূপনগরের বিধায়ক বীনা মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন স্বরুপনগর উত্তর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জিয়াউর রহমান, দক্ষিণ ব্লকের সভাপতি কিংকর মন্ডল, স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনুসূয়া মণ্ডল সহ একাধিক নেতৃত্ব ও বিশিষ্টজনেরা।

# কিশলয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক**

**আপনজন:** মালদার মোথাবাড়ী কেশরপুর কদমতলা এলাকায় একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিশলয় বিদ্যালয়। এই কিশলয় বিদ্যালয়ের উদ্যোগে নিজ স্কুল প্রাঙ্গনে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের প্রথমদিন ক্রীড়া অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগি শিশুদের জন্যে আকর্ষণীয় খেলা গুলি চামচ দৌড়, আলু দৌড়, কাক উড়ে-ঘর উড়ে, বিস্কুট দৌড় ছাড়াও বড়ো ছাত্রছাত্রীদের ১০০ মিটার দৌড়, শার্ট গেঞ্জি দৌড় (ছেলেদের), অঙ্ক কষা দৌড়, স্কিপিং ও মিউজিক্যাল চেয়ার (মেয়েদের) এছাড়াও বিশেষ আকর্ষণীয় খেলায় মুগ্ধ হয় ছাত্রছাত্রীরা। এদিনের ক্রীড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সদস্য তথা মোহাম্মাদীয়া হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক জাকির হোসেন, কালিয়াচক বনি চাইল্ড মিশন এর ডিরেক্টর সামিম জাভেদ আলী। এছাড়াও কিশলয় বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্পাদক গোলাম ইয়াসদানী ও প্রধান শিক্ষক গোলাম রাব্বানী সহ বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরা। রবিবার কিশলয় বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেসমস্ত প্রতিযোগি ছাত্রছাত্রীরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তাদেরকে উপস্থিত অতিথিদের। মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও জাতীয় সংগীত এর মধ্য দিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করা। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলারও প্রয়োজনীয়তা আছে। এখনকার সময়ে মোবাইল গেম ও ভিডিও দেখার নেশা থেকে দূর করতে এবং শারিরীক সুস্থতার উদ্দেশ্যে শিশুদের মাঠমুখী করা আবশ্যিক ক্রীড়া চর্চার প্রয়োজন। এছাড়াও দ্বিতীয় দিনের আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রাক্তন চেয়ারম্যান পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (উত্তরাঞ্চল), প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সামসি কলেজ এবং বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজের অধ্যক্ষ ড. আব্দুল অহাব, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, কালিয়াচক হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাঈম আসগার, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী তথা যুব কাফেলার সম্পাদক যুবরাজ ত্রিবেদী, আল আযহার ইসলামিক ও জান্নাতুল আযহার ইসলামিক মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক আবু তাহের সহ স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কবিতা আবৃত্তি, গজল, নাতে রাসুল, সুরা পাঠ, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা সহ শিক্ষনীয় নাটকের মাধ্যমে অনুষ্ঠান পর্ব চলে। এছাড়াও অতিথিদের বক্তব্য এবং তাদের হাত দিয়ে কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান পর্ব চলে।

# আল হাবিব একাডেমীতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

**মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী**

**আপনজন:** উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা আল হাবিব একাডেমীতে রবিবার অনুষ্ঠিত হলো বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের লক্ষ্যে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় চামচ দৌড়, বেলুন ফুটানো, দৌড় প্রতিযোগিতা, মোরগ লড়াই, সুই-সুতা, স্লো সাইকেলসহ মজার নানা খেলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে একাডেমির সম্পাদক মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান ও প্রধান শিক্ষক সামিম আহমেদ জানান, “প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা এই আয়োজন করেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রতিযোগিতার মনোভাব বাড়ানোর পাশাপাশি তাদের আনন্দ দেওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।” দিনভর ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও খেলা উপভোগ করেন। প্রাঙ্গণে তৈরি হয়েছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে দলগত সহযোগিতা, মনোযোগ এবং আনন্দ ফুটে ওঠে। শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সফল সমাপ্তি একাডেমির শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ ধরনের আয়োজন শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে,মনে করছেন সকলে।

# আইপিএল ধাঁচে আর পি এল ক্রিকেট রাজনগরে

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম**

**আপনজন:** আই পি এল এর ধাঁচে আর পি এল অর্থাৎ রাজনগর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চূড়ান্তপর্ব অনুষ্ঠিত হয় রাজনগরে। রাজনগর ইয়ং স্টার এর পরিচালনায় রাজনগরের ডাকবাংলো মাঠে তিন দিনব্যাপী এক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।
এই টুর্নামেন্টে মোট ১২ টি দল অংশ গ্রহণ করে।এদিন চূড়ান্ত পর্বের খেলার সূচনা করেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় মুখোমুখি হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রাণীগ্রাম সুপার কিংস এবং রানার্স হয় সেভেন কিংস ইদগাছা । উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে চ্যাম্পিয়ন টিমকে ট্রফি সহ নগদ পঁচিশ হাজার টাকা এবং রানার্স টিমকে ট্রফি সহ নগদ কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু , রাজনগর থানার এসআই অরিন্দম দেবনাথ, সমাজসেবী রানা প্রতাপ রায়, শেখ আকাশ, সমাজসেবী নিশীথ গড়াই সহ পঞ্চয়েত সমিতির সহ-সভাপতি পরিমল সাহা, রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শেখ সেলিম , প্রাক্তন উপ-প্রধান গাফফার খান, সমাজসেবী মোঃ শরীফ, শেখ নাজু, শেখ কাবুল, সুখেন গড়াই সহ বহু বিশিষ্ট জনেরা। খেলা দেখতে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

# হাওড়ার দাসনগরে “এমএলএ কাপ” শুরু

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া**

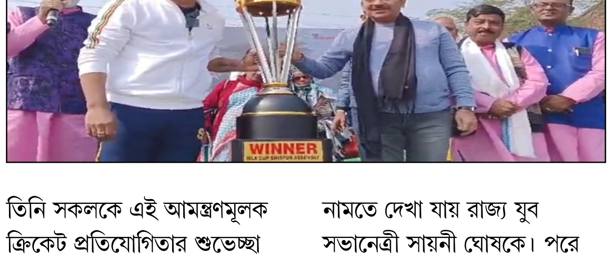


**আপনজন:** আজ শনিবার থেকে দু’দিনের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা “এমএলএ কাপ” শুরু হয়েছে হাওড়ার দাসনগরের আরতি কটন মিল গ্রাউন্ডে। শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির উদ্যোগে এই “এমএলএ কাপ” শুরু হয়েছে। এদিন সকালে উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী সাংসদ সায়নী ঘোষ। তিনি সকলকে এই আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার শুভেচ্ছা জানান। এদিন পায়রা উড়িয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। পাশাপাশি, ব্যাট হাতে ক্রিজে নামতে দেখা যায় রাজ্য যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষকে। পরে আরতি কটন মিল গ্রাউন্ডে এসে উপস্থিত হন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**